হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 9, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, June 2015

নোয়াখালিকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করার জন্য একদিকে যেমন খুন, লুঠ, সন্ত্রাসের বল্গাহীন রাজত্ব কায়েম করা হল, অন্যদিকে তেমনি বারো থেকে বিয়াল্লিশ বৎসরের সমস্ত হিন্দুনারী ধর্ষণ বা অপহরণের শিকার হল। ভাগ্যবতী যে ক'জন পালিয়ে আসতে পেরেছিল তাদের চোখেও ছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। 'হয় কোরাণ নয় মৃত্যু' অবলম্বন করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল। —ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

এবার বর্ধমানের সমুদ্রগড়

হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, বাড়িতে আগুন, দোকান লুট

বর্ধমানের সমুদ্রগড় স্টেশন এবং সংলগ্ন বাজারে কয়েক ঘন্টা ধরে তান্ডব চালাল হাজার খানেক মুসলিম। তারা ২০টি গরিব হিন্দু পরিবারের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া হিন্দুদের ৫০টিরও বেশি দোকান সম্পূর্ণ লুট করে নিয়েছে। এমনকি রেল স্টেশন সংলগ্ন একটি গ্যারাজ ভাঙচুর করে গ্যারাজ থেকে বেশ কিছু মোটরবাইক এবং সাইকেল লুট করে তারা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিসের ২টি গাড়িও ভাঙচুর করে। কয়েক ঘন্টার জন্য চারটি প্ল্যাটফর্মের পুরোপুরি দখল নিয়ে রেল সম্পত্তির উপর তান্ডব চালায় হামলাকারিরা।

গত ৪ঠা জুনের ওই ঘটনার সূত্রপাত ওইদিন দুপুরে। স্টেশন সংলগ্ন বাজারে একটি মদের দোকান থেকে কয়েক জন মুসলিম যুবক মদ কিনতে যায়। মদ নেওয়ার পর তারা গো-মাংস দিয়ে সেখানে খেতে চাইলে দোকানদার আপত্তি করেন। তখন তারা দাম দিতে অস্বীকার করে। এই নিয়ে দোকানের হিন্দু মালিকের সঙ্গে তাদের বচসা বাধে। বচসা থেকে হাতাহাতিও হয়। সেই সময় বিষয়টি মিটে গেলেও বিকেল চারটেয় কয়েকশ মুসলিম যুবককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে তারা। শুরু করে তান্ডব। প্রথমেই তারা মদের দোকানে চড়াও হয়। দোকান মালিক এবং তাঁর ছেলেকে প্রচণ্ড মারধর করে। এরপর মদের দোকান সংলগ্ন বাজারের বেশ কিছু দোকানে ভাঙচুর চালায়। শুধু ভাঙচুরই নয় ৫০টিরও বেশি দোকানে লুটপাট করে। রেললাইন সংলগ্ন উদ্বাস্তু কলোনীতেও হামলা করে তারা। সেখানে গরিব হিন্দুদের ৩০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এরপর সমুদ্রগড় স্টেশনের ৪টি প্ল্যাটফর্মের পুরোপুরি দখল নিয়ে তান্ডব চালায়। স্টেশনের লাইট, পাখা ভেঙে দেয় এবং অফিসেও ভাঙচুর চালায়। সেই সময় বাজারমুখী মানুষের ওপরও রেল লাইনের খোয়া ছুড়ে আক্রমণ করে। তাদের এই তান্ডবের ফলে ট্রেন এবং বাস চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। ঘটনাস্থলে কিছু পুলিস কর্মী উপস্থিত থাকলেও তারা ছিল নীরব দর্শক। পুলিসের দু'টি গাড়িও ভাঙচুর

শেষাংশ ৪ পাতায়

নদীয়ার সোনডাঙায়

মার খাওয়া পুলিশের এফ.আই.আর

পেশ করা হচ্ছে ধৃত ব্যক্তিবর্গ ১) কাশ্মীরা বিবি (২১), স্বামী মিরাজ শেখ, সোনডাঙা নতুন পাড়া, থানা ধুবুলিয়া, নদীয়া, ২) মোনালিসা খাতুন (১৮), পিতা মুসা মণ্ডল, নতুন পাড়া, থানা ধুবুলিয়া, নদীয়া, ৩) মর্জিনা বিবি (৩২), স্বামী সাদেক শেখ, নতুন পাড়া, ৪) ফজলু শেখ (২০), পিতা স্বঃ আলহিম শেখ, সোনডাঙা পাণ্ডবতলা, ৫) কালাম শেখ (৪৭), পিতা সামসুদ্দিন শেখ,সোনডাঙা গঙ্গাধরপাড়া, ৬) ওসমান শেখ (২৬), পিতা মান্নান শেখ, সোনডাঙা দাসপাড়া, ৭) নুর ইসলাম শেখ (৪৬), পিতা সমীর শেখ, সোনডাঙা মসজিদপাড়া, ৮) ঈশান শেখ (৪৭) পিতা মুলুক শেখ, সোনডাঙা পুরনোপাড়া, ৯) মহঃ দুলাল শেখ (২৩), পিতা আব্দুল রসুল শেখ, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১০) কাবিল শেখ (২৬), পিতা খাদেম শেখ, কৃষ্ণগড় শক্তিনগর, নতুনপাড়া, থানা কোতয়ালি, ১১) সরাফত মণ্ডল (২১), পিতা সিরাজ মণ্ডল, সোনডাঙা নতুন পাড়া, ১২) সইফুল মল্লিক (৪৫), পিতা স্বঃ ইস্তার মল্লিক, সোনডাঙা নতুন পাড়া, ১৩) আলিউল মল্লিক (৪৫), পিতা স্বঃ আবুবকর মল্লিক, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১৪) নকিচাঁদ মণ্ডল (৩৭), পিতা মোজাল শেখ, সোনডাঙা বাজারপাড়া, ১৫) নেন্টু শেখ (৫২), পিতা মুচিউদ্দিন শেখ, সোনডাঙা নতুন পাড়া, ১৬) বাবু মল্লিক (১৮), পিতা লতিব মল্লিক, সোনডাঙা নতুন পাড়া, ১৮) ইদ্রিশ শেখ (৪০), পিতা আজাহার শেখ, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১৯) মুজিবর রহমান ওরফে বাবলু (৪৭), পিতা স্বঃ খিলাফত রহমান, সোনডাঙা পাণ্ডবতলা, ২০) জন আলি শেখ (২৮), পিতা আরাদ আলি শেখ, সোনডাঙা, তৎসহ পলাতক ব্যক্তিবর্গ যথা আফছার আলি শেখ, পিতা স্বঃ আনসার শেখ; মিন্টু শেখ, পিতা নৌশাদ শেখ; কেলে মোল্লা, পিতা মেহের মোল্লা; রেজাউল শেখ, পিতা দয়াল শেখ; জাকির শেখ, পিতা ফান্টু শেখ; লতিফুর রহমান, পিতা স্বঃ শেখ খিলাফত; শাহিদ শেখ, পিতা আব্দুল শেখ; সাহেবালা শেখ, পিতা স্বঃ নিয়াত শেখ; ভোলা শেখ, পিতা ওই; ছোটে শেখ, পিতা আহাদ আলি শেখ; আসতাব আলি শেখ, পিতা ওই; বিশু শেখ, পিতা ওই; সাকের শেখ, পিতা নাসির পালকা; সঞ্জয় শেখ, পিতা ওই; দোলাই শেখ, পিতা স্বঃ আলমুরুব্বি; আজরুল শেখ, পিতা বিল্লো শেখ; নামাজি শেখ, পিতা কেচো শেখ এবং অন্যান্য ৩০/৪০ ব্যক্তিবর্গ, সাথে তালিকা অনুসারে বাজেয়াপ্ত দ্রব্য।

আমি ধুবুলিয়া থানার সাব ইন্সপেক্টর, বিকাশ হালদার এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করছি যে আজ (২৮/০৫/২০১৫) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে একটি খবর পাই যে সোনডাঙার দাস পাড়ায় বটগাছ এবং আইসিডিএস প্রোজেক্টের কাছে (দাগ নং ৩৫৪৪ সোনডাঙা মৌজা, খতিয়ান নং ১৪০৬) হিন্দু আর মুসলিমদের মধ্যে একটি গোলমালের আশঙ্কা আছে। আমি সেই অনুসারে একটি ডায়েরি নথিভুক্ত করি (ডায়েরি নং ১১১৫, ধুবুলিয়া থানা)। কোর্টের আদেশানুসারে ওই স্থানে কোনওরকমের নির্মাণ নিষিদ্ধ। ধুবুলিয়া থানার ওসির নির্দেশানুসারে আমি ASI জয়ন্ত সাহা, ASI বিজয় কুমার সাহা, ASI রাজু মণ্ডল, C/835 শক্তিপদ মণ্ডল, C/956 সঞ্জয় পাল, C/110 তাপস দাস, C/266 মিহির লাল গাইন, LC/1132 কাজল চক্রবর্তী এবং LC/2004 অঞ্জনা সরকার ওই স্থানে যাই এবং ধুবুলিয়া থানার GDE 1116 এবং MCC NO. 1358 অনুসারে তত্ত্বাবধান করি। আমরা ঘটনাস্থলে ৯টা ৫৫ নাগাদ পৌঁছাই এবং সবকিছু স্বাভাবিক দেখি। এই মর্মে আমরা ধুবুলিয়া থানাতে খবরও দিই এরপর আমরা ওই জায়গায় নজরদারি চালাতে থাকি। বেলা ১২টা ৩০মিঃ নাগাদ উপরোক্ত আটক ব্যক্তিরা এবং তাদের সাথে অন্যান্য উল্লেখিত ব্যক্তিরা সেই বটগাছতলায় হাজির

শেষাংশ ৫ পাতায়

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ বর্ষ বিপুল উৎসাহের সাথে পালিত হল হাওড়া-হুগলীতে

রাজস্থানের রাজপুত ক্ষত্রিয় কুলতিলক মেবারের মহারাণা প্রতাপ সিংহের ৪৭৫-তম জন্মতিথি উপলক্ষে হাওড়া ও হুগলীতে 'ক্ষাত্রশক্তি দিবস' পালন করলো হিন্দু সংহতি। হাওড়ার বাগনান ও হুগলীর ফুরফুরা শরিফের নিকট গোপালনগরে সাড়ম্বরে পালিত হল মহারাণা প্রতাপ সিংহের জন্মতিথি। দুটো অনুষ্ঠানেই হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৭ই মে রবিবার, হাওড়া জেলার বাগনানে বিপুল উৎসাহের সাথে পালিত হল ক্ষাত্রশক্তি দিবস। সংহতির বরিষ্ঠ সদস্য চিত্তরঞ্জন দে এবং হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে এক সপ্তাহ আগে থেকে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কার্যক্রমের সূচনা প্রদান করে। বাগনানের কর্মী সুবীর, রাজমোহনরাও গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। বর্গক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা

হুগলীর গোপালনগরে ক্ষাত্রশক্তি জাগরণে আহুতি দিচ্ছেন সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ

কর্মক্ষত্রিয়দের সঙ্গে কথা বলে এইদিনের তাৎপর্য বোঝায়। দীর্ঘদিন ধরে যাদের নীচু জাত বলে সমাজ অবহেলা করে এসেছে তারা যে ক্ষত্রিয়, সমাজের অগ্রগণ্য যোদ্ধা জাতি---সেই স্বীকৃতি দিতেই ক্ষাত্রদিবসে তাদের আহ্বান জানানো হয়। গ্রামে গ্রামে এর বিপুল সাড়া পড়ে। ১৭ তারিখ সকাল থেকেই দলে দলে মানুষ সভায় আসতে থাকে। মন্দির প্রাঙ্গণে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। সংহতি সভাপতি সভাস্থলে আসতেই যজ্ঞের কাজ শুরু হয়। যজ্ঞ শেষে হোমাগ্নির তিলক লাগিয়ে সবাইকে আহুতিদানের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। স্বয়ং তপন ঘোষ নিজে এই শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি উপস্থিত সকলকে ক্ষত্রিয়-যোদ্ধা বলে তাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরেন।

২১শে মে হুগলী জেলার ফুরফুরা শরিফের কাছে গোপালনগরে ক্ষাত্রশক্তি দিবস পালন হয়।

শেষাংশ ৬ পাতায়

আমাদের কথা

এদেশে জন্মে.....

গোপাল মুখার্জীকে মনে পড়ে? ঠিক চিনতে পারা গেল না, না? অবশ্য গোপাল পাঁঠা বললে মধ্য কলকাতার কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বলবেন, ওঃ! ওই বাঙালি পাঁঠার দোকানের মালিক তো। ওতো একটা গুণ্ডা। গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় গুণ্ডামি করে বেড়াতো। এমন একটা ক্রিমিনালকে মনে রাখার কথা বলছেন কেন বলুন তো?---এই হল গোপাল মুখার্জী সম্বন্ধে বাঙালির মূল্যায়ন। বাঙালি তার প্রকৃত ইতিহাস জানে না। অথবা কিছু সেক্যু বাঙালি ঐতিহাসিক বাঙালির রক্ষাকর্তাকে এমন হীনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আজকের প্রজন্ম হয় তাঁকে চেনে না, নয় তাঁকে জানে গুণ্ডা বলে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে গোপাল মুখার্জীর পরিচয়টা একটু তুলে ধরা যাক।

গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকের গোড়ায় মুসলীম লীগ পাকিস্তানের আওয়াজ তোলে। বঙ্গ ছিল মুসলীম লীগের শাসনাধীন, জনসংখ্যাতেও মুসলমানরা তখন ৫৪ শতাংশ। ফলে বঙ্গদেশের মুসলীম লীগের নেতারা যেমন ফজলুল হক, হোসেন সুরাবর্দি মনে করতেন নবগঠিত পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে বঙ্গভূমি। মুসলীম লীগের এ হেন স্বপ্নে বাধ সাধলেন কংগ্রেসের বেশ কিছু বাঙালি নেতা যার মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন অন্যতম। এতে ক্ষিপ্ত হলেন মুসলীম লীগের নেতারা। ১৯৪৬ সালের শুরুতে, প্রাক্ স্বাধীনতার বর্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিলেন তারা। কিন্তু কার বিরুদ্ধে? বাঙালি হিন্দু ভাবলো হয়তো ইংরেজের বিরুদ্ধে। বুদ্ধিজীবীরা তাই নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমালেন। আবার জ্যোতি বসুর মতো কমিউনিস্টরা তো সরাসারি পাকিস্তানের দাবীকে সমর্থন করলেন। মুসলীম লীগের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জ্যোতি বসু বললেন, 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে'। তারপর এল ১৬ই আগস্টের কালাদিন। মুসলীম লীগের গুণ্ডারা কলকাতায় হিন্দু নিধন করতে লাগলো। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি নেতৃত্ব দিলেন এই হত্যাকাণ্ডের। চারদিকে অসহায় হিন্দু নর-নারীর হাহাকার উঠল। শ্যামাপ্রসাদ সুরাবর্দিকে দাঙ্গা বন্ধ করার আহ্বান জানালেন। কোন ফল হল না। তারপর তিনি ডাঃ রায়ের শিষ্য গোপাল মুখার্জী বাঙালি হিন্দুর পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্র দিয়েই করতে হবে তিনি জানতেন। প্রতি আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল লীগের গুণ্ডা বাহিনী। ভীরু-কাপুরুষের দল গর্তে গিয়ে লুকালো। সুরাবর্দি প্রাণভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। এমতাবস্থায় গান্ধীজির আগমনে কলকাতায় মিলিটারি নামানো হল। দু-সপ্তাহ পর দাঙ্গা স্তিমিত হয়ে এল। গোপাল মুখার্জীর প্রচেষ্টায় বাঙালি হিন্দু রক্ষা পেল, রক্ষা পেল কলকাতা। পরবর্তীকালে জাতির রক্ষাকারীকে সেক্যু-মাকুরা বানিয়ে দিল গুণ্ডা। আরে গর্দভের দল, সেইদিন গোপাল মুখার্জী প্রতিবাদী হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে না নিলে আপনাদের সাধের কলকাতা পূর্ব পাকিস্তান হয়ে হাত বদলে বাংলাদেশ হতো। আর আপনারা হতেন সেদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তখন কোথায় থাকতো আপনাদের সেক্যুলারিজম্, মাকুগিরি। কৃতজ্ঞতা দেখাতে না পারুন, কৃতঘ্নতা দেখাবেন না। অথচ স্বাধীন ভারতে কলকাতাতেই দাঙ্গাকারী সুরাবর্দির নামে রাস্তা হয়, জ্যোতি বসুরা হন মহান নেতা। আর গোপাল মুখার্জীর ভাগ্যে জোটে গুণ্ডার বদনাম। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করছে— 'এ দেশে জন্মে পদাঘাত-ই শুধু পেলাম।' আজকের প্রজন্ম, চিনুন আপনার মা-বোন-ভাই-এর রক্ষাকারীকে, আপনার বাসভূমি কলকাতা তথা বাঙলার পরিত্রাতাকে, আপনার জননায়ককে। আর যদি আজও চিনতে ভুল করেন, তবে সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন আবার আমাদের দাঙ্গার কবলে পড়তে হবে আর নতুন করে খুঁজতে হবে আর একজন গোপাল মুখার্জী।

কয়েকদিন আগে কলকাতার নজরুল মঞ্চে উর্দু ও সংখ্যালঘু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী ভারতবিরোধী কবি শেখ মহম্মদ ইকবালকে 'তরানা-এ-হিন্দ' সম্মান প্রদর্শন করা হল। ভারতবিরোধী দেশ পাকিস্তান, বাহরিন, সৌদি আরব-এর প্রতিনিধিরা সভাগৃহ আলোকিত করলেন। আর সমস্ত অনুষ্ঠানটি হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে। অথচ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বা গোপাল মুখার্জীকে শ্রদ্ধা জানাতে এদের অনীহা। দেশ বিভাজনকারীকে এরা রাজকীয় সম্মান প্রদান করেন, কিন্তু দেশরক্ষাকারীর বেলায় কোথায় একটা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ এদের নাকে লাগে। অবিশ্বাস্য, অতুলনীয় দেশপ্রেম বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ডান-বাম নেতা মন্ত্রীদের। একটা হিন্দু বিরোধী চক্রান্ত আজ বাংলা জুড়ে চলছে। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলীম লীগের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ইকবাল ভীষণভাবে হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করেছিলেন। দেশবিভাগের নেপথ্য নায়ক তিনি, পাকিস্তানের দাবি তিনিই প্রথম তুলেছিলেন—এহেন দেশদ্রোহী কবিকে ভারতের মাটিতে আজ মহাকবির সম্মান দেওয়া হচ্ছে। যেমনভাবে কয়েক বছর আগে পাকিস্তানে গিয়ে এল.কে.আদবানী দেশদ্রোহী মহম্মদ আলি জিন্নাকে নায়কের আসনে বসিয়েছিলেন। এই অবিমৃষ্য মুসলিম তোষণে ফল কী হবে তা কি বাঙালি হিন্দু আজও বুঝতে পারছে না। কলকাতার রাজনৈতিক মহল, বুদ্ধিজীবিরা সব বুঝেও কেন এমন উদাসীন। খেয়াল রাখতে হবে বাঙালি মেধার এমন উদাসীনতার ফলেই কিন্তু 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর মতো হিন্দু নিধন যজ্ঞ হয়েছিল। আবারও দেখা দিয়েছে পশ্চিমবাংলার আকাশে সেই কালোদিনের ছায়া। এবার আরো বড়ো আকারে। তাই দেশরক্ষাকারীকে চিনুন, জাতির শত্রুদের চিনুন। আর আমরা উদ্বাস্তু হবো না এই সংকল্প নিয়ে আপামর বাঙালি হিন্দু প্রতিবাদ- প্রতিরোধের পথে হাঁটুন। এটাই হবে একমাত্র বাঁচার পথ। নইলে...

আমাদের প্রিয় শম্ভুজী চলে গেলেন

তপন কুমার ঘোষ

গত ২১ মে শম্ভুজী চলে গেলেন। কয়েক বছর ধরে ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন। কলকাতার টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা করেও তাঁকে আর ধরে রাখা গেল না। কিন্তু শম্ভুজীর এই চলে যাওয়া আমার কাছে অঙ্গহানির মত। এই ক্ষতি পূরণ হবে না।

তাঁর পুরো নাম শ্রী শম্ভু দয়াল আগরওয়াল। তাঁর জন্ম ১৯৪৩ সালের ১৮ই মার্চ। রাজস্থানের ঝুঝনু জেলার সুলতানা গ্রামে তাঁর পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল বলে তাঁদের সুলতানিয়া উপাধিও আছে। শম্ভুজী মা-বাবার সঙ্গে কম বয়সে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন পারিবারিক অবস্থা খুবই সাধারণ ছিল। তখন একদিকে উমেশচন্দ্র কলেজে পড়াশোনা করা, একই সঙ্গে কাশীপুরে শাড়ি রং করার কারখানা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর এক সম্পর্কিত দাদা গনেশ সুলতানিয়া দুই ভাই মিলে সঙ্গম শাড়ি বাজারে চালু করেছিলেন এবং তা সফল হয়েছিল। বর্তমানে স্বর্গত গনেশজী এবং শম্ভুজী - দু' জনেরই পরিবার কলকাতায় সফল ব্যবসায়ী এবং উভয়েরই গুজরাটে কয়েকটি করে কাপড়ের কারখানা আছে।

অন্য সব বাঙালীর মত আমিও ছোটবেলা থেকে বামপন্থী আবহাওয়ায় থেকেছি বলে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদেরকে বিদ্বেষের চোখে দেখতাম। কিন্তু ছোটবেলাতেই আরএসএসের শাখায় আসার ফলে সেই বিদ্বেষ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। কারণ আমারই সমবয়সী মাড়োয়ারি স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে একসঙ্গে ওঠাবসা, ক্যাম্প করা ও কার্যক্রম করা - এর ফলে তাঁদের প্রতি আমার মনে বন্ধুত্বের ভাব নির্মাণ হয়েছিল। যদিও তিতো-মিঠে দু রকমেরই অভিজ্ঞতা হত।

২০০৮ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি যখন হিন্দু সংহতি প্রতিষ্ঠা হল তখন আমি শম্ভুজীকে চিনতাম না। কিন্তু কি এক অদ্ভুত যোগাযোগে সেদিন তিনি ভারতসভা হলে উপস্থিত ছিলেন। আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার পাশে শক্ত ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি যে বহু ভাবে হিন্দু সংহতির কাজে সহযোগিতা করেছেন শুধু তাই নয়, তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছেন তাঁরই দেওয়া বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে। শুধু এটুকুই নয়, তিনি তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের অত্যন্ত আগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়েছেন। বড়লোকরা দান করে, মাড়োয়ারিরা দান করে। কিন্তু শম্ভুজীর আচরণে এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করতে পারিনি যে তিনি দান করছেন। তিনি তাঁর কথায় ও আচরণে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দান নয়, এটা তাঁর সামাজিক কর্তব্য এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ। তাঁর কাছে কখনও আমাকে গ্রহীতার মত যেতে হয়নি।

১৯৭৭ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ প্রথম শুরু হল তখন বসন্ত রাও ভট্টের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শম্ভুজী কাজ করেছেন। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই সাধারণ ছিল। কিন্তু তাঁর উদারতা ও সহমর্মিতায় বসন্তদার কাজে শক্ত খুঁটি হয়েছিলেন। জোড়াবাগানে ও পরে দর্জিপাড়ায় সংঘের শাখাতে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। সংঘ পরিবারে সব সংগঠনকেই সাহায্য করতেন। কিন্তু হস্তক্ষেপ করতেন না। তাঁর দাদা গনেশজীরও দানের তালিকা অতিদীর্ঘ, পরিমাণ অতি বৃহৎ।

শম্ভুজী, গনেশজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে আমি অনুভব করতে পেরেছি যে বাঙালীর মাড়োয়ারী বিদ্বেষের বামপন্থী মানসিকতা বাঙালীর কি সর্বনাশ করেছে। আজকে যে বাংলার কলকারখানার ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা কখনই মমতা ব্যানার্জির ধ্বংসাত্মক রাজনীতির পরিণাম নয়। বাংলার শিল্প ধ্বংস তার অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। এমনকি ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ৬০-এর দশকের শেষ দিকে দেখেছি আমার বাবার অফিস ফিলিপস্ কোম্পানি তার হেড অফিস কলকাতা থেকে বম্বে সরিয়ে নিয়ে গেল। চলবে না চলবে না, মানছি না মানব না, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও—এই স্লোগান শুধু স্লোগান নয়, তা বাঙালীর মানসিকতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। এটা ঠিক যে সব মাড়োয়ারি, সব ব্যবসায়ী শম্ভুজী- গনেশজীর মত উদার নন। কিন্তু সবাই পিশাচও নন।

শম্ভুজীর চলে যাওয়া আমার কাছে অপূরণীয় ক্ষতি। আমার মনে তাঁর স্থান চিরদিন উজ্জ্বল থাকবে। কিন্তু তাঁরই আশীর্বাদ হয়ত সেই ক্ষতি আমাকে বুঝতে দেবে না। তার থেকেও বড় কথা, আমার কাজের প্রতি ও আমার আদর্শনিষ্ঠার প্রতি যে বিশ্বাস যে আস্থা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখেছেন, সেই বিশ্বাস ও সেই আস্থাকে মর্যাদা দিতে আমাকে ঠিক পথে থাকতে হবে, আদর্শের পথে থাকতে হবে। সমস্ত বিচ্যুতি ও স্খলন থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। তাই শম্ভুজীর আশীর্বাদ এবং আমার কাজের প্রতি তাঁর আস্থাই আমার কাছে বড় সম্পদ হয়ে থাকবে।

মহারাষ্ট্র-হরিয়াণার পর এবার ঝাড়খন্ডে বন্ধ হচ্ছে গো হত্যা

মহারাষ্ট্র এবং হরিয়াণা সরকার আগেই গো হত্যা এবং গো-মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। এবার ঝাড়খন্ডের বিজেপি পরিচালিত সরকারও সে রাজ্যে গো হত্যা এবং গো-মাংস বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজিব গোবা স্বরাষ্ট্র এবং পশুপালন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে গো হত্যা বন্ধের জন্য পশুপালন দফতরের আধিকাবিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, এখন থেকে ঝাড়খন্ডে গো হত্যা দন্ডনীয় অপরাধ। রাজ্যের কোথাও আর গো-মাংস বিক্রি করা যাবে না। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া গরু উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্য আইনও তৈরী করছে ঝাড়খন্ড সরকার।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মোদীর বাংলাদেশ সফর- একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়

তপন কুমার ঘোষ

এবছর ৬ ও ৭ জুন দু' দিনের বাংলাদেশ সফর করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। খুবই ঠাসা কর্মসূচি সহ ঘটনাবহুল ও তাৎর্যপূর্ণ ছিল এই সফর। মাত্র এক বছর ক্ষমতায় বসে মোদী অনেকগুলি বিদেশ সফর করলেন যা এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী করেননি। এর জন্য তাঁকে মৃদু সমালোচনা শুনতেও হয়েছে। বোকা যুবরাজ রাহুল গান্ধী সংসদে এ নিয়ে মোদীকে কটাক্ষও করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন পরে প্রায় অসম্ভব একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতে আসার ফলে মোদীকে এই বহু বিদেশ সফর নিয়ে খুব বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। ২০১৪-র নির্বাচনে মোদীর যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত অবস্থায় এখনও কেউ নেই।

এছাড়াও বিপুল সংখ্যক মানুষের মোদীর উপরে গভীর বিশ্বাস আছে যে মোদী বহু দিনের না-করা কাজগুলো করছেন এবং বহু কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর বহু বিদেশ সফরকে তাঁর সমর্থকরা ভারতের অর্থনীতি, বিদেশনীতি ও সুরক্ষাকে মজবুত করার জন্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে মনে করছেন। তার উপর চিনের রাষ্ট্রপতি জিন পিং মোদীর জন্মদিনে গুজরাট এসে যে মোদী প্রীতি বা মোদী ভক্তি দেখিয়েছেন তাতে অনেক দুর্মুখেরই মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে।

এরকম একটি অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে মোদী দু'টো পুরো দিন বাংলাদেশ সফরে কাজে লাগালেন। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব খুব বেশি না হলেও ভারতের কাছে এর গুরুত্ব কম নয়। গুরুত্বের কারণগুলি হল- (১) বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী, (২) বাংলাদেশের জন্ম দিতে গিয়ে আমাদের চার হাজার সৈন্য প্রাণ দিয়েছে, (৩) বাংলাদেশকে জন্ম দিতে গিয়ে ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ লড়তে হয়েছে, (৪) ১৯৭৫-এ শেখ মুজিবের হত্যার পর বাংলাদেশ আবার পাকিস্তান ও আইএসআইয়ের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে, (৫) ফলে ভারতের গোটাপূর্বাঞ্চলকে অশান্ত ও রক্তাক্ত করে তুলতে আইএসআই দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে আসছে, (৬) বাংলাদেশে এখনও দেড় কোটি হিন্দু ও বৌদ্ধ আছে যাদের অবস্থার প্রতি আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না, (৭) সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধরা পাকপন্থী মুসলমানের অত্যাচারে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসে ভারতে আশ্রয় নিলে ভারতের উপর যেমন বিপুল বোঝা বাড়বে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশও হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে, এ দুটোই আমাদের কাম্য নয়, (৮) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চীন সেখানে পা-জমাতে চায়। সেটা আমাদের জন্য শুভ নয়, (৯) বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে চীন ভারতের সমুদ্রসীমার উপর নজরদারী চালাতে চায়, (১০) বাংলাদেশে ভারতের বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনা আছে সেটাকে কাজে লাগানো আমাদের দরকার, (১১) ইউএনও এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে বাংলাদেশের সমর্থন আমাদের দরকার, (১২) চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের অর্থনীতির জন্য কি বিপুল মঙ্গলজনক তা বলে বোঝানো যাবে না, (১৩) অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টান চার্চ প্রেরিত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রপন্থীদের উসকানি দিতে আইএসআই বদমাইশি করার জন্য বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে, (১৪) বাংলাদেশের মাটির নিচের গ্যাসকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর বিপুল সম্ভাবনা।

সুতরাং ভারত বাংলাদেশকে উপেক্ষা করতে পারে না। বাংলাদেশের অনেক হিন্দু নেতা আমাকে বলেছেন, 'দাদা বাংলাদেশ তো ইন্ডিয়ার প্যাটের

মধ্যে। আপনারা কোমরটা ঝুঁকিয়ে একটু চাপ দিলেই বাংলাদেশ ক্যাঁ ক্যাঁ করবে। সেটুকু আপনারা করেন না কেন?' এই কথাটা সবটা ঠিক নয়। পেটের নিচে বাংলাদেশকে চাপ দিয়ে আমরা তার নাভিশ্বাস ওঠাতে পারি ঠিকই। কিন্তু পেটের মধ্যে ওটাই ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে পরিণত হলে তা গোটা ভারতের জন্য ঘাতক হয়ে যেতে পারে। তাই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে কুশীলবরা শকুনের দৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের সেই শকুনি-দৃষ্টিকে মাথায় রাখলে বাংলাদেশকে কোনও ভাবেই ভারত উপেক্ষা করতে পারে না। এতগুলি ফ্যাক্টর, সম্ভাবনা ও সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত পূর্বপ্রস্তুতিসহ মোদী যে দু দিনের বাংলাদেশ সফর করলেন, সেই সফরকে ঐতিহাসিক বলতে আমি দ্বিধা করব না।

এর আগে ভারতের সব সরকারেরই সান্ত্রী-মন্ত্রীরা যখনই বাংলাদেশ সফর করেছেন, বাংলাদেশ সরকারকে তুষ্ট রাখতে তাঁরা কেউ ওখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করেননি। এমনকি ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে খালেদা জিয়ার জয়লাভের পর হিন্দুদের উপর যে প্রচন্ড অত্যাচার হয়েছিল তারপর বাজপেয়ীর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ব্রজেশ মিশ্র বাংলাদেশে গেলে ভারতের ও বাংলাদেশের সমস্ত হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে আকুল আবেদন ও প্রচেষ্টা করা হয়েছিল যে তিনি যেন অন্তত একবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যান। শুধু এটুকু করলেই বাংলাদেশের হিন্দুরা একটু ক্ষীণ আশ্বাস পাবে যে ভারতে বিজেপি সরকার বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য চিন্তিত। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ব্রজেশ মিশ্রকে আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নিয়ে যেতে পারিনি। আর সংখ্যাগত বিচারে বাজপেয়ীর থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী হয়েও মোদী নিজেই হই হই করে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গেলেন, পূজা দিলেন, নিজের হাতে আরতি করলেন, হিন্দু নেতৃত্বের সঙ্গে মেলামেশা করলেন। সবমিলিয়ে বাংলাদেশের হিন্দু, মুসলমান, সরকার, বিরোধী রাজনৈতিক দল সবাইকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে আসলেন যা সনিয়া মনমোহন তো দূরের কথা, যা বাজপেয়ী আদবানিরাও করেননি। এটাকেই বলে 'কারেজ অফ কনভিকশন'। তাই মোদী মোদী, বাজপেয়ী নন আদবানি নন।

এই সফরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২২টি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম স্থলসীমা চুক্তি (ছিটমহল বিনিময়), কলকাতা- আগরতলা স্থল পরিবহণ, চট্টগ্রাম ও মঙলা বন্দর ভারতের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া, বাংলাদেশকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া প্রভৃতি। ভারতের অনেকেই স্থলসীমা চুক্তির বিরোধিতা করছেন এই বলে যে ভারত বাংলাদেশকে অনেক বেশি জমি দিল, বিনিময়ে অনেক কম জমি পেল। কথাটা একদিকে ঠিক, এক দিকে ভুল। আমরা কাগজে-কলমে অনেকটা জমি হারালাম, কিন্তু বাস্তবিকতায় একছটাকও নয়। ছিটমহল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকে এই ভুল করছেন। বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের যে ছিটমহলগুলি ছিল তাতে ভারতের জনগণের ও প্রশাসনের পা রাখারও কোনও সুযোগ ছিল না। সেই সমস্ত ছিটমহলগুলি চারিদিকে বাংলাদেশের ভূখন্ড ও মানুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাংলাদেশেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেই জমিটার উপরে আমাদের আইনগত অধিকার ছিল, কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগের কোনও উপায় ছিল না। সেই আইনগত অধিকারটা আমরা এখন হারালাম, জমি নূতন করে হারাইনি, তা আগেই আমাদের অধিকারের বাইরে ছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সকলের জানা দরকার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ওই ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারি শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ মুসলমান। তাঁরা আইনত ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সেই নাগরিকত্বের অধিকার তাঁরা ভোগ করতে পারতেন না। ছিটমহল বিনিময়ের পরে তাঁদের সামনে নৈতিক ও আইনগত সুযোগ আছে ভারতের নাগরিকত্ব চাওয়ার। কিন্তু সুখের বিষয়, সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে তারা অধিকাংশই ভারতে আসতে চান না। কারণটা সম্ভবত এই যে এই ভারত আর নেহেরুর ভারত নেই। এখন এটা মোদীর ভারত হয়ে গিয়েছে। এই মোদীর ভারতে আসতে তারা আর ভরসা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ মোদী প্রচন্ড বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। এদিকে ভারতীয় ভূখন্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারি মানুষের ৮০ শতাংশ হিন্দু। তাঁরা এবং বাকি ২০ শতাংশ মুসলমান এই দীর্ঘ ৬৮ বছর নাগরিকত্বহীন (Stateless People) জীবনযাপন করেছেন। এই চুক্তির ফলে তাঁরা ফিরে পেলেন তাঁদের পরিচয়, তাঁদের নাগরিকত্বের অধিকার, তাঁদের বংশধরদের ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। এ আনন্দ যে কতটা বেশি তা অন্যদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। এমনকি টিভির পর্দায় ওই ছিটমহলগুলির মানুষের মুখের ভাবে আমি কিছুটা অবিশ্বাসও দেখেছি। এই দীর্ঘ অনিশ্চয়তা যে শেষ হতে চলেছে, অনেকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

সবমিলিয়ে বাংলাদেশে আমাদের যেমন বিপুল বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ ও সম্ভাবনা আছে, ঠিক তেমনি ঠিক মত ট্যাকল করতে না পারলে ছোট দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ ভারতের উপমহাদেশীয় ভূখন্ডে এমন একটা টিউমারের রূপ ধারণ করতে পারে যা ভবিষ্যতে ভারতের অখন্ডতা ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্যান্সারে পরিণত হতে পারে। এরকম একটি সম্ভাবনা এবং সঙ্কটের শঙ্কা - এ দুটিকে থলেতে নিয়ে মোদী বাংলাদেশ সফর করলেন। আমি খুঁটিয়ে তাঁর এই সফর পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। দেখে আমার মনে হয়েছে মোদী এই সফরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর জন্য প্রচুর হোমওয়ার্ক করেছেন। একটু অপ্রিয় ভাষায় বলতে গেলে 'গাজর ও চাবুক' দুটোই নিয়ে মোদী বাংলাদেশ গিয়েছিলেন। গাজরটা ছিল দৃশ্যমান আর চাবুকটা অদৃশ্য। গাজর ঝুলিয়েছেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও এলিট ক্লাসের সামনে। আর চাবুকটা দেখিয়েছেন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে, অবশ্যই অদৃশ্যে। এই গাজর দেখাতে গেলে যা যা হোমওয়ার্ক করা দরকার, অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের ও উচ্চাকাঙ্খী শ্রেণির কাছে লোভনীয় কী কী হবে তা চিহ্নিত করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য যা যা বলা দরকার তাও খুঁজে নিয়ে গিয়েছেন। তারই সঙ্গে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বার বার উল্লেখ করে পাকপন্থীদের কোণঠাসা করেছেন ও শেখ হাসিনার হাত শক্ত করেছেন। সেই যুদ্ধে ৯০ হাজার বন্দি পাক সৈন্যের প্রতি ভারতের মানবিক আচরণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভারতের নৈতিক উচ্চতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং একই সঙ্গে 'ভারতের কোনও রকম মানসিক বিকৃতি ছিল না বলে ভারত এতবড় সুযোগ হাতে পেয়েও কোনও অমানবিক অচরণ করেনি'- এই কথা বলে পাকিস্তানের বিকৃত মানসিকতাকে ঠেস মেরেছেন। আরও একটি অসাধারণ কূটনৈতিক চাল চেলেছেন। মোদী বাংলাদেশকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ১৯৭১-এ ৯০ হাজার বন্দি পাক সৈন্যকে ব্যবহার করে ভারত তার কোনও দাবিদাওয়া পাকিস্তানের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু তা করতে হলে ভারতের স্বার্থে বাংলাদেশের মাটিকেব্যবহার করা হত। সেদিন ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করেনি। অর্থাৎ মোদী বুঝিয়ে দিলেন যে ভারত নিঃস্বার্থ ভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। একই সঙ্গে মোদী অনুপ্রবেশ, জালনোট, জঙ্গি কার্যকলাপ - এগুলিকে রোখার কথাও স্পষ্টভাবে বলে বাংলাদেশের মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি শুধুই তেল দিতে আসেননি, কাজও তাঁর চাই। অর্থাৎ তিনি শক্ত ও কাজের মানুষ।

তাই আমার বক্তব্য, মোদীর এই বাংলাদেশ সফর ঐতিহাসিক। এই সফর সফল। শাসনযন্ত্রের চূড়ায় বসে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয়, বাইরে থেকে তার অনেকটাই বোঝা কঠিন, কল্পনা করাও কঠিন। তাই ভিতরে বাইরে বহু শত্রু নিয়ে, বহু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মোদী যা যা করছেন তার প্রতি আমার এখনও বিশ্বাস আছে ভরসা আছে। সাধারণ মানুষকেও আমি আহ্বান জানাই - মোদীর প্রতি ভরসা রাখুন, কিন্তু বেশি প্রশংসা করার দরকার নেই। আর মোদীর প্রতি আস্থা রেখেও 'Eternal vigilence is price of liberty' এই বাক্যটিকে ভুলবেন না। অর্থাৎ চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য। আপনাদের সেই আস্থার সংবাদ মোদীর কাছে পৌঁছে দিন। আপনাদের আস্থা মোদীর মনোবলকে আরও জোরালো করবে এবং তাঁকে আরও কর্তব্য সচেতন করে তুলবে।

প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকা অপহরণ, দিঘা থেকে উদ্ধার

গত ৩রা মে নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত নারায়ণ দাসের নাবালিকা কন্যা শিম্পা দাস (১৪) অপহৃত হয়। সকাল ১০টার সময় প্রাইভেট টিউশন পড়তে গিয়ে সে আর বাড়ি ফেরেনি। নানা সূত্রে নারায়ণ দাস জানতে পারে তার বাড়িতে কর্মরত জিন্না সেখ (পিতা মৃত সইকত সেখ) তার নাবালিকা কন্যা শিম্পাকে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কোথাও নিয়ে গেছে। নারায়ণবাবু তখন জিন্নার বাড়িতে গিয়ে তার মা রেহেনা বেওয়া-র সঙ্গে দেখা করে জানতে চায় তার মেয়ে কোথায় আছে। রেহেনা রেওয়া জানায়, তার মেয়ে জিন্নার সাথে ট্রেনে করে দূরে কোথাও গেছে। নারায়ণ দাস তখন লোকজন নিয়ে শান্তিপুর স্টেশনে এসে দেখেন সাইকেল স্ট্যান্ডে তার কন্যা ও জিন্নার সাইকেল রাখা আছে। উপস্থিত স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন, একটি অল্পবয়সী মেয়ে ও ছেলেকে তারা স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। এরপর নারায়ণ দাস পুনরায় জিন্নার বাড়িতে যায় এবং তার মাকে শিম্পাকে ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রেহেনা বেওয়া বলে যে শিম্পা তার ছেলের সঙ্গেই আছে। মেয়েকে ফেরত পাওয়ার জন্য বেশি বাড়াবাড়ি করলে বা প্রশাসনের কাছে গেলে চিরদিনের মতো মেয়েকে আর ফেরত পাবে না বলে হুমকি দেয়। নারায়ণ বাবুর ধারণা তার মেয়েকে অসৎ উদ্দেশ্যে কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হবে।

এরপর অসহায় নারায়ণবাবু শান্তিপুরের হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। শান্তিপুরের হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী দীপক সান্যাল সহ সংহতির ছেলেরা নারায়ণবাবুকে নিয়ে শান্তিপুর থানায় গিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শান্তিপুর থানার বড়বাবু পার্থপ্রতিম রায় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং নারায়ণবাবুকে তার মেয়ে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেন। সাতদিনের মধ্যে তিনি দিঘা থেকে শিম্পাকে উদ্ধার করে তার বাবার হাতে তুলে দেন। হিন্দু সংহতির শান্তিপুর শাখার পক্ষ থেকে বড়বাবু পার্থপ্রতিম রায়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়।

স্কুলে দুষ্কৃতির হামলায় আহত ৫, পথ অবরোধ

গত ১৫ই মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে গোলমালে আহত হল ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়ে পাঁচ জন। জয়নগরের মনিরতট গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯ নম্বর মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে।

বেশ কয়েক বছর আগে দানের জমিতে একটি শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন ধরে স্থানীয় সেখ পরিবার বলছিল, তাদের জমি দখল করে স্কুল হয়েছে। অবিলম্বে তাদের দখলকৃত জমি ফেরত দিতে হবে। অথচ জমির কোন বৈধ কাগজপত্র সেখ পরিবার দেখাতে পারেনি। স্বভাবতই সেখদের দাবীকে অগ্রাহ্য করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। উক্ত দিবসে সেখ পরিবারের হান্নান সেখের নেতৃত্বে জনা পঁচিশ লোক জমি বেড়া দিতে গেলে প্রতিবাদ করেন শিক্ষক ও ছাত্ররা। কথা কাটাকাটি বচসায় পরিণত হয়। তখনই হান্নান সেখ ও তার দলবল স্কুলের মধ্যে ঢুকে চড়াও হয়। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক শিক্ষক। ঘটনার প্রতিবাদে জয়নগর-ঢাকি রুটের খোঁড়ার মোড় অবরোধ করে ক্ষুব্ধ জনতা। স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরাও এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জাল নোট সহ গ্রেপ্তার বাংলাদেশী

শরিফ আশরাফুল আলম (৪৭)। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা সে। সন্দেহভাজন এই বাংলাদেশীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চার হাজার টাকার জাল নোট। একটি জাল ভারতীয় পাসপোর্ট, তিনটি সিম কার্ড ও নগদ সাতাত্তর হাজার টাকা। গত ২৯শে মে শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এনফোর্সমেন্ট শাখার অফিসারেরা সন্ধ্যার সময় বারাসাতের ডাকবাংলো মোড় থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে শরিফ ওইদিন সকালে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল। কলকাতার কিড স্ট্রিটে যাওয়ার কথা ছিল তার। জেলা পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারাও জেরা করেছেন শরিফকে। তদন্তে জানা যায় শরিফ দীর্ঘদিন ধরে ভারতে জালনোট পাচার করত। জাল ভারতীয় পাসপোর্টে বাংলাদেশীদের ছবি লাগিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের আরবে পাঠনোর চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। কলকাতা সহ উত্তর ২৪ পরগণায় এইরকমই একটা চক্র কাজ করছে বলে গোয়েন্দাদের অনুমান। শনিবার (৩০/৫) শরিফকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। সেখানে বিচারক শরিফকে দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে ২৯ তারিখ রাতেই কলকাতা বিমানবন্দর থানা এলাকার বাবলাতলা থেরে পঞ্চাশটি এক হাজার টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম মহম্মদ সাদিক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, ওই নোটগুলি পাচারের চেষ্টা করছিল সাদিক। পুলিশের দাবি সাদিক একটি বড় জাল নোট চক্রের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ চক্রটির খোঁজ চালাচ্ছে।

১ পাতার শেষাংশ

এবার বর্ধমানের সমুদ্রগড়

করে আক্রমণকারীরা। স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রভাবশালী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথেরও কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। তৃণমূল কর্মীরা বারবার তাঁকে ফোন করে ধরার চেষ্টা করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি কারণ তাঁর মোবাইল বন্ধ ছিল। রাত ১২ টা নাগাদ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে পর দিন সকাল ন'টা থেকে কালনা-কাটোয়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দুরা। দেড় ঘন্টা অবরোধ চলার পর এক মুসলিম যুবক সেখান দিয়ে যেতে চাইলে নিষেধ করেন অবরোধকারীরা। কিন্তু সে জোর করে যেতে চাইলে তার বাইকটি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিস বাধা দেওয়ায় তাদের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে হিন্দুরা। এরপরই সেখানে উপস্থিত র‍্যাফ লাঠি চালিয়ে অবরোধকারিদের হঠিয়ে দেয়। পরে ফের অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ হিন্দুরা। অবরোধের সময় মুসলিম যুবকের বাইক পুড়িয়ে দেওয়ায় ঘটনাস্থল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে গোয়ালপাড়ায় হামলা চালায় মুসলমানরা। সেখানে হিন্দুদের ৯টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় চার দিন ধরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সমস্ত দোকান পাট বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। রাস্তায় মানুষ দেখলেই নির্বিচারে লাঠিপেটা করা এমনকি গ্রেপ্তার করাও চলতে থাকে। রুটের বাস থেকে শুরু করে ছোট বড় সব ধরণের গাড়ি চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সমুদ্রগড়ে হিন্দুরা কিন্তু এই মুসলিম আগ্রাসনকে চুপ করে মেনে না নিয়ে সেদিন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মসজিদ থেকে ক্রমাগত 'মুসলিম খতরে মে হ্যায়' ঘোষণা করায় যেভাবে বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানেরা সেখানে জমায়েত হয়েছিল, সেরকম কোনও ব্যবস্থা ছাড়াই তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যায় হিন্দু আশপাশের গ্রাম থেকে সেদিন সমবেত হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা যায় হিন্দুদের হাতও সেদিন খালি ছিল না। হিন্দুদের এই প্রতিক্রিয়া মুসলিম দুষ্কৃতি এবং প্রশাসন, উভয়ের কাছেই ছিল কল্পনার অতীত। সূত্রের খবর, বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের নির্দেশ অমান্য করে তৃণমূলের নিচুতলার নেতা-কর্মীরা সেদিন রাজনীতির ঊর্দ্ধে উঠে রাস্তায় নেমে পড়েছিল মুসলমানদের আক্রমণের জবাব দিতে।

কিন্তু অবাধ্য হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরদিন পূর্ণ শক্তি নিয়ে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকা গৌরাঙ্গ পাড়ার উপরে। সেদিন বাড়ি বাড়ি ঢুকে হিন্দুদের টেনে হিঁচড়ে বের করে গ্রেফতার করে পুলিস। ৩০ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করে তাঁরা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে অত্যাচার করে পুলিস। মহিলাদেরও মারধর করে। এমনকি বালতি ভর্তি জল বিছানায় ঢেলে দেয়। দোকানপাটও লুটপাট করে তারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিসের সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ চটি পড়া ছিল। তারা প্রতিবন্ধী বলরাম দাসের মুদি দোকানে ঢুকে লুটপাট চালায়। ট্রেন দুর্ঘটনায় বলরাম বাবুর দুটি পা কাটা গেছে। এখন মুদি দোকান করে কোনও রকমে সংসার চালান। তাঁর দোকানে ঢুকে পুলিস ভাঙচুর করে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তাঁর ক্যাশ বাক্স থেকে দেড় হাজার টাকা এবং পকেট থেকে ৬০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর দোকানে ছয় হাজার টাকার ঠান্ডা পানীয় ছিল। তার কিছু পুলিস খেয়েছে এবং বাকিটা বস্তায় ভরে নিয়ে গিয়েছে বলে বলরাম দাসের

অভিযোগ। বিপ্লব বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির মিষ্টির দোকানে ঢুকেও ভাঙচুর এবং লুটপাট করে। সেখানেও মিষ্টি খেয়ে বেশ কিছু মিষ্টি নিয়ে গিয়েছে। এছাড়া ১৪ হাজার টাকাও পুলিস নিয়ে গেছে বলে বিপ্লব বাবুর অভিযোগ।

বারুইপুরে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য

হিন্দু কৃষকদের রুটি-রুজিতে টান

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে চলছে জেলা সদর তৈরির কাজ। এই কাজের ফলে আশেপাশের কৃষি জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে কৃষকদের অনুমতি না নিয়ে মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে । বাধা দিতে গেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাড়া করছে মাটি মাফিয়ারা। অসহায় কৃষকরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে গিয়েও কোনও সাহায্য পাচ্ছেন না। আর এলাকার রাজনৈতিক নেতারাও চুপচাপ । ভুক্তভোগী কৃষকদের অভিযোগ, এর পিছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন।

বাম আমলেই বারুইপুরে জেলা সদর তৈরির জন্য প্রায় দেড় হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। অধিগৃহীত জমির বেশিরভাগই ছিল তিন ফসলি। কল্যাণপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার চন্ডিপুর, চাকারবেড়িয়া, ধোপাগাছি, বকুলতলা, জগদীশপুর, টংতলা এবং অর্জুনতলা গ্রামের প্রায় ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই জমি ভরাট করে উচুঁ করার কাজ চলছে। এই কাজের বরাত পেয়েছেন স্থানীয় পাঁচ ঠিকাদার। এরা হল, সমীর সর্দার ওরফে খোকা, দুর্গাদাস মণ্ডল, মণিরুল সর্দার ওরফে মনা, শাজাহান সর্দার এবং বাবু সর্দার। আর এদের দৌরাত্ম্যেই অতিষ্ঠ এলাকার অসহায় কৃষকরা। কারণ মাটির জন্য তাঁরা স্থানীয় কৃষদের জমিগুলিকেই টার্গেট করেছে। বহুক্ষেত্রেই মোটা টাকার প্রস্তাব দিচ্ছে। অনেকেই এককালীন মোটা টাকার লোভে চাষের জমি থেকে মাটি কেটে নেওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। যাঁরা রাজি হচ্ছেন না তাঁদের জমি থেকে রাতের অন্ধকারে এমনকি দিনে দুপুরেও মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে। বাধা দিতে গেলে মাটি মাফিয়াদের সাঙ্গপাঙ্গরা বোমা পিস্তল নিয়ে তাঁদের তাড়া করছে। বারুইপুর থানার পুলিশ এবং ভূমি রাজস্ব আধিকারিকদের বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। চন্ডীপুর গ্রামের কালিপদ ঢালির প্রায় দু'বিঘে জমির মাটি কেটে নিয়েছে মাটি মাফিয়ারা। একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মহেশ চক্রবর্তী এবং অনিমেষ পুরকাইতের মত কৃষকরা। কারও ১০ কাঠা, কারও ১৫ কাঠা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক বিঘা জমি থেকে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় প্রশাসনের সাহায্য না পেয়ে অনেকে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। অভিযোগ, আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এছাড়া আরও এক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মাটি বিক্রি করতে অনিচ্ছুক কৃষকরা। যাঁরা মাটি বিক্রি করতে রাজি হচ্ছেন তাঁদের জমি থেকে মেশিন দিয়ে ১৫ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত গভীর করে মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে পাশের জমিতেও ধস নামছে। নষ্ট হচ্ছে তাঁদের চাষের জমি। এরকম বহু জমিতে ধস নেমে চাষের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় অসহায় কৃষকরা কার কাছে যাবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না।

১ম পাতার শেষাংশ

নদীয়ার সোনডাঙায় মার খাওয়া পুলিশের এফ.আই.আর

হয়, যেখানে কিছু হিন্দু জমায়েত হয়েছিল এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা ভঙের অভিযোগ আনে। এর ফলে উভয় পক্ষের ভিতর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা সেই উত্তেজনা প্রশমন করতে সক্ষম হই। ইতিমধ্যে DSP (D&T)এবং ধুবুলিয়া থানার ওসি দলবল নিয়ে উপস্থিত হন। আমরা সকলে উভয় পক্ষের লোকদের ঘটনাস্থল থেকে হটিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি। এর পর আমরা ঘটনাস্থলে কিছু পুলিস মোতায়েন করি। এছাড়া মায়াপুর রোডের উপর সোনডাঙা দাসপাড়া মোড়ে, যা ঘটনাস্থল থেকে ৪০ মিটার দূরত্বে, মহিলা কনস্টেবল সহ কিছু পুলিস মোতায়েন করি। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দেরও নিয়মিত খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১টা ১৫ নাগাদ অতিরিক্ত অফিসার সমেত র‍্যাফ ও মহিলা কনস্টেবলদের বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং তাদের দায়িত্ব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সোনডাঙা দাসপাড়া মোড়ে নিয়োগ করা হয়।

বেলা ২টো ৩০ নাগাদ ধৃত ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যারা অশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আচমকা আশেপাশের হিন্দুদের এবং উপস্থিত পুলিসদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে আশেপাশের যে কটি হিন্দু পরিবারের বাড়ি ছিল তাদেরকে শহরে যেতে হলে সোনডাঙা দাসপাড়া মোড় হয়েই যেতে হত। আমরা সাথে সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে হস্তক্ষেপ করি। DSP (D&T) শ্রী মহঃ আজিম নিজে তাদের এলাকা ছেড়ে যেতে বলেন। হিন্দুরা আমাদের অনুরোধ মেনে সরে যায়। কিন্তু মুসলিমরা, যার মধ্যে কিছু মহিলাও ছিলেন যাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে এবং আমাদের মাথা লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করে। তাদের এই আক্রমণে DSP (D&T) শ্রী মহঃ আজিম, ধুবুলিয়া থানার ওসি পিন্টু সরকার, আমি নিজে, PD/279 গৌতম কুমার ব্যানার্জি, DSP (D&T) - র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী C/1382 সুজয় দাস, ASI/381 বানিয়াল টোপো, C/102 মুকেশ মিঞা, C/108 রাজ কুমার সিং এবং C/965 সঞ্জয় দুবে মারাত্মক ভাবে আহত হয়। DSP (D&T) তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছোঁড়া একটি ইটের খন্ড থেকে অল্পের জন্য রেহাই পান এবং খণ্ডটি তাঁর মুখে লাগে। আমরা সকলে বারবার তাদের শান্ত হওয়ার আবেদন করি, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় না এবং তারা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যায়। এর ফলে আমাদের কিছু গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পথ চলতি মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ এমনকি মহিলারাও আমাদের মহিলা কনস্টেবলদের সাথে মারপিট শুরু করে এবং পুলিসকে তারা কাজ করতে বাধা দেয়। এমতাবস্থায় অনোন্যপায় হয়ে আত্মরক্ষা, সরকারি সম্পত্তি রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে আমরা তাদের আক্রমণ করি এবং দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতের পর আমরা উপরোক্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হই। এরপর DSP (D&T) এবং ওসি ধুবুলিয়া সহ অন্যান্য আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে আমি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ১) কাশ্মীরা বিবি (২১) স্বামী মিরাজ শেখ, সোনডাঙা, নতুন পাড়া, থানা ধুবুলিয়া, নদীয়া, ২) মোনালিসা খাতুন (১৮) পিতা মুসা মণ্ডল, নতুন পাড়া, ৩) মর্জিনা বিবি (৩২) স্বামী সাদেক শেখ, নতুনপাড়া, ৪) ফজলু শেখ (২০) পিতা স্বঃ আলহিম শেখ, সোনডাঙা পাণ্ডবতলা, ৫) কালাম শেখ (৪৭) পিতা সামসুদ্দিন শেখ,সোনডাঙা গঙ্গাধরপাড়া, ৬) ওসমান শেখ (২৬) পিতা মান্নান শেখ, সোনডাঙা দাসপাড়া, ৭) নুর ইসলাম শেখ (৪৬) পিতা সমীর শেখ, সোনডাঙা মসজিদপাড়া, ৮) ঈশান শেখ (৪৭) পিতা মুলুক শেখ, সোনডাঙা পুরনোপাড়া, ৯) মহঃ দুলাল শেখ (২৩) পিতা আব্দুল রসুল শেখ, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১০) কাবিল শেখ (২৬) পিতা খাদেম শেখ, কৃষ্ণগড় শক্তিনগর, নতুনপাড়া, থানা কোতয়ালি, ১১) সরাফত মণ্ডল (২১) পিতা সিরাজ মণ্ডল, সোনডাঙা নতুন পাড়া, ১২) সইফুল মল্লিক (৪৫) পিতা স্বঃ ইস্তার মল্লিক, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১৩) আলিউল মল্লিক (৪৫) পিতা স্বঃ আবুবকর মল্লিক, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১৪) নকিচাঁদ মণ্ডল (৩৭) পিতা মোজাল শেখ, সোনডাঙা বাজারপাড়া, ১৫) নেন্টু শেখ (৫২) পিতা মুচিউদ্দিন শেখ, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১৬) বাবু মল্লিক (১৮) পিতা লতিব মল্লিক, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১৮) ইদ্রিশ শেখ (৪০) পিতা আজাহার শেখ, সোনডাঙা নতুনপাড়া, ১৯) মুজিবর রহমান ওরফে বাবলু (৪৭) পিতা স্বঃ খিলাফত রহমান, সোনডাঙা পাণ্ডবতলা, ২০) জন আলি শেখ (২৮) পিতা আরাদ আলি শেখ, সোনডাঙা তৎসহ পলাতক ব্যক্তিবর্গ যথা আফছার আলি শেখ, পিতা স্বঃ আনসার শেখ; মিন্টু শেখ, পিতা নৌশাদ শেখ; কেলে মোল্লা, পিতা মেহের মোল্লা; রেজাউল শেখ, পিতা দয়াল শেখ; জাকির শেখ, পিতা ফান্টু শেখ; লতিফুর রহমান, পিতা স্বঃ শেখ খিলাফত; শাহিদ শেখ, পিতা আব্দুল শেখ; সাহেবালা শেখ, পিতা স্বঃ নিয়াত শেখ; ভোলা শেখ, পিতা ওই; ছোটো শেখ, পিতা আহাদ আলি শেখ; আসতাব আলি শেখ, পিতা ওই; বিশু শেখ, পিতা ওই; সাকের শেখ, পিতা নাসির পালকা; সঞ্জয় শেখ, পিতা ওই; দোলাই শেখ, পিতা স্বঃ আলমুরুব্বি; আজারুল শেখ, পিতা বিল্লো শেখ; নামাজি শেখ, পিতা কেচো শেখ এবং অন্যান্য ৩০/৪০ ব্যক্তিবর্গের Cr.P.C 144 ধারা ভঙ্গের অভিযোগ এবং অন্যান্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ U/S 186/353/332/333/304/34 IPC এবং 9 MPO Act ও 3/4 PDPP অনুসারে ধুবুলিয়া থানার ওসির কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

এফ.আই.আর-এর মূল কপি

ধর্ষণে অভিযুক্ত দুই হাসপাতাল কর্মী ধৃত

খোদ হাসপাতাল চত্বরেই ধর্ষণের শিকার হল এক তরুণী। শুক্রবার (২৯/৫) রাতে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ। উম্মে শর্মা নামক মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে ওই রাতেই হাসপাতালের পূর্ত দপ্তরের ঠিকা শ্রমিক মাসুম আলি ওরফে মুন্নাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয় তার সঙ্গী হায়দর আলিকে। উভয়েরই বাড়ি কলকাতার বেলগাছিয়ায়। শনিবার দুজনকে শিয়ালদহ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদেরকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, রাত বারোটা নাগাদ ঐ তরুণী হাসপাতালের বাইরে পুলিশ কিয়স্কে এসে তাকে একটি ট্যাক্সি ধরে দিতে বলেন। পুলিশকর্মীরা একটি ট্যাক্সি এনে দিলে তিনি চালককে বলেন বাগুইআটি যাবেন। কিন্তু কিছুদুর যাওয়ার পর ট্যাক্সির মধ্যে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন। চালকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি তরুণীকে নিয়ে সোজা হাজির হন টালা থানায়। তরুণী পুলিশকে জানায়, আর জি কর হাসপাতালের লিফট্চালক মুন্না এবং তার সঙ্গী হায়দার তাকে ধর্ষণ করেছে। পুলিশকে তরুণী আরও জানিয়েছে, তার বাড়ি বরহমপুরে। বেশ কয়েকদিন তিনি হাসপাতাল চত্বরে রয়েছেন। সেই সূত্রেই মুন্নার সঙ্গে তার আলাপ। যুবতীর অভিযোগ শুক্রবার রাতে মুন্না তাকে ডেকে হাসপাতালের ভিতরে সার্জিক্যাল এবং স্ত্রীরোগ বিল্ডিং-এর মাঝামাঝি একটি রুমে নিয়ে যায় এবং সে ও তার সঙ্গী হায়দার তাকে ধর্ষণ করে। হাসপাতাল চত্বরে রাত্রিযাপন করা অধিকাংশ রোগীদের পরিবারেরা এহেন জঘন্য কাজের জন্য দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

ধর্ষণে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য

কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দিনের পর দিন এক যুবতীকে ধর্ষণ করলো পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্য। শুধু তাই নয়, মোবাইলে অশ্লীল ছবি তুলে তা ফাঁস করার ভয়ও দেখানো হয়েছে যুবতীকে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ যার বিরুদ্ধে তিনি মথুরাপুর-১ তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। পুলিশ আবদুস সালাম নামক ঐ কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে কেস রুজু করেছেন। তারপর থেকেই আবদুস সালাম পলাতক।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই কর্মাধ্যক্ষের বাড়ি মথুরাপুরের হরিণডাঙাতে। পাশের গ্রামেই যুবতীর বাড়ি। উভয়েই শাসকদলের অনুগত। সেই সূত্রেই পরিচয়। যুবতী কাজ পাওয়ার আশায় আই সি ডি এস-এর পরীক্ষা দিয়েছেন। তার অভিযোগ, কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে গত ছয়মাস ধরে ডায়মন্ডহারবার, বকখালি সহ বিভিন্ন জায়গাতে নিয়ে গিয়ে তাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছেন ওই কর্মাধ্যক্ষ। সেই সঙ্গে মোবাইল ফোনে তার নগ্ন ছবিও তুলে রেখেছেন। এখন চাকরির জন্য চাপ দেওয়াতে মোবাইলে ছবি দেখিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে বলে যুবতীর অভিযোগ। প্রাথমিকভাবে লোকলজ্জার ভয় পেলেও শেষে মরিয়া হয়ে সে পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানায়। জেলা পুলিশের এক পদাধিকারী বলেন, এ নিয়ে নির্দিষ্ট ধারায় কেস রুজু করা হয়েছে। যুবতীর মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে। এরপরই অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। যুবতীর কথা মতো মোবাইলের কললিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের অনুমান শীঘ্র অপরাধী ধরা পড়বে।

উর্দু কবি ইকবালকে সম্মান প্রদর্শন ভারত বিরোধী

গত ২৯-৩১শে মে কলকাতার নজরুল মঞ্চে হয়ে গেল উর্দু ও সংখ্যালঘু বিষয়ক তিনদিনের আন্তজাতিক সম্মেলন। 'জশন-এ-ইকবাল' নামের এই আন্তর্জাতিক ইসলামিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি। পাকিস্তান, বাহরিন, দুবাই সহ বিভিন্ন ইসলামিক দেশের মুসলীম বুদ্ধিজীবীরা এতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনায় রাজ্য সরকারের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। জানা গিয়েছে তিনদিনের এই মুসলিম সম্মেলনে 'তরানা-এ-হিন্দ' সম্মান প্রদান করা হয়েছে পাকিস্তানের জাতীয় কবি তথা পাকিস্তান সৃষ্টির জনক মহম্মদ ইকবালকে। সম্মেলনের আড়ালে সুদূরপ্রসারী ভাবনাটি কী, এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় যেখানে প্রতিদিন বাঙালি হিন্দুর ধর্মাচারণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেখানে সরকারি উদ্যোগে এই সম্মেলনকে ঘিরে বিভিন্ন মহল ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

এই মহম্মদ ইকবাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' লিখে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, যদিও তাঁর যাবতীয় সৃজনকর্ম উর্দু ও ফারসী ভাষার লেখায়। মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষকে মহীরূহ করে তোলেন। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে ইকবালই ভারতে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র বা পাকিস্তানের দাবিতে সোচ্চার হন। মহম্মদ আলি জিন্নাকে মুসলিম লীগে এনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার কাজটা তিনিই করেন। কবিদের নাকি জাত-ধর্ম হয় না, দেশকালের গণ্ডি থাকে না। কিন্তু তিনি ছিলেন চরম হিন্দুবিদ্বেষী। তার দাবি ছিল মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূমি। পাকিস্তান। কিন্তু ভারতের একটি রাজ্যে সরকারি সাহায্যে এ হেন দেশদ্রোহীকে সম্মান প্রদর্শন করাটা জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী। মুসলিম তোষণের এইরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। বাংলার বুকে ক্রমবর্ধমান ইসলামি আগ্রাসনে এই সম্মেলন এক অশনি সংকেত বহন করে আনবে বলে অনেকেই মনে করছেন।

পাকিস্তানে হিন্দুদের পূজার্চনায় বাধা

পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে পূজা-অর্চনাতেও বাধা পাচ্ছেন সে দেশে বসবাসকারী হিন্দুরা। সিন্ধের মোহরাবপুরে স্থানীয় মুসলমানদের একটি সংগঠনের সদস্যরা হিন্দুদের পূজাপাঠে বাধার সৃষ্টি করছে। ওই মুসলিম সংগঠনের সদস্যরা হিন্দুদের যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই বিরোধিতা করছে। শুধু বিরোধিতাই নয়, মন্দিরে আসা হিন্দু নেতা এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দিচ্ছে তারা। এর প্রতিবাদে পথে নেমেছেন হিন্দুরা। এলাকার মুখ্য মন্দিরের পূজারী বাবা সরূপের নেতৃত্বে হিন্দুরা সম্প্রতি মেহরাবপুর-হলানি সড়ক অবরোধ করেন এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবি করেন। বাবা সরূপ জানিয়েছেন প্রতি বছরই মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারও সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতেই বাধার সৃষ্টি করছে স্থানীয় মুসলিম সংগঠনের সদস্যরা।

হিন্দু জাগরণ অনিবার্য

পবিত্র রায়

বর্তমানে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে বিজেপি ও সহদলগুলির এন.ডি.এ. জোট। প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। আসলে এনডিএ-র জোট সরকার হলেও ভারতীয় জনতা পার্টি একাই সরকার গড়ার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ভারতের মত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ভারতীয় জনতা পার্টি নামক দলের উত্থান কেন ঘটল, তার বিশ্লেষণই এই লেখাটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইন্দিরা-রাজীব যুগ শেষ হওয়ার পর থেকে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে নরসিমা রাও আসীন হলেন, তখন থেকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ও কলমচিগণ একযোগে প্রচার শুরু করল যে ভারতবর্ষে কোয়ালিশন রাজনীতির যুগ শুরু হয়েছে। এখন থেকে কেন্দ্রের আর একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে না। সর্বক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলির উপর ভরসা বা নির্ভর করতে হবে। বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ আরও একধাপ এগিয়ে এমনভাব দেখাতে শুরু করল যেন ব-কলমে ভারতের ভাগ্যবিধাতা তারাই হয়ে পড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে দিল্লী দখলও হতে পারে, এমন সব হাবভাব আকার ইঙ্গিত আমরা দেখতে পেয়েছি। বামপন্থীদের এইরূপ লম্ফঝম্প দেখে অন্য আঞ্চলিক দলগুলিও অক্সিজেন পেতে থাকল। পর পর যতগুলি সরকার গঠন হয়েছে, যেমন এনডিএ পরিচালিত সরকার ও ইউপিএ পরিচালিত সরকার (২বার) সব সরকারগুলিই কোয়ালিশন করে গঠন করা হয়েছিল। বামপন্থীদের বক্তব্য ফলেও যাচ্ছিল। এইমত কোয়ালিশন যুগে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ছড়াছড়ি, নরেন্দ্রভাই কি এমন ম্যাজিক জানতেন যে সেই ম্যাজিক দেখে জনগণ তাঁকে এবং তাঁর দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ বানিয়ে ক্ষমতায় বসালো শুধু নয় বামপন্থীদের মুখে থাপ্পড় মেরে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলল?

২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে বামপন্থী এবং তৃণমূল দল, অন্যান্য রাজ্যভিত্তিক রাজনৈতিক দল প্রভৃতিরা ভেবেছিল এবারও এককভাবে কেউই ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কোন জোটও গরিষ্ঠতা পাবে না। সরকার গড়তে হলে আঞ্চলিক দলগুলির উপর নির্ভর করতে হবে। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় একবার কথা উঠল মমতাদেবী হবেন ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তীতে কিং অথবা কিংমেকার। প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে নীতিশ কুমারও এগিয়ে এলেন। জয়ললিতাকে তেমন ভূমিকায় অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বানানো বা হওয়ার জন্য লালায়িত হতে কখনো দেখা যায়নি। নির্বাচনের পূর্ববর্তী অবস্থায় নামী কোন সমীক্ষক সংস্থাও বিজেপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো দূর অস্ত জোটকেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিতে পারেনি। এইরূপ অবস্থায় মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির এই জয়কে 'মিরাকেল' নামক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া আর কিই বা করা যেতে পারে।

আসল কথা হলো কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের একক মৌরসীপাট্টা মোদীজি ভেঙেছেন। এরা সব উপর উপর মতের অমিল দেখাত, আর ভিতর ভিতর মিল রেখে বেশ করেকম্মে খাচ্ছিল। মোদীজি এই ভাঁড়দের বিদায় ঘটাতে পেরেছেন, কিন্তু কেন? আঞ্চলিক দলগুলির অবস্থা হয়েছে, 'না ঘরের, না বাইরের'। জয়ললিতা-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা অনেক বেশি আসন পেলেও কোন কাজে এলো না। একটি আসনেরও অনেক বেশি দাম হয়, যখন তার প্রয়োজন থাকে। রাজনৈতিক দলের সাতকাহন ছেড়ে মোদীজি মৌরসীপাট্টা ভাঙতে পেরেছেন কেন সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

লক্ষ্যণীয়, ভারতীয় জনতা পার্টি যখন প্রধানমন্ত্রী পদ-প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার বা নেতা নির্বাচনের জন্য মিলিত হয়েছিল, তার আগে থেকেই নরেন্দ্র মোদীর নামটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আদবাণীজি বিদ্রোহ করেও বিদ্রোহে ইতি টানলেন। আর এস এস-এর ইচ্ছাতেও যদি নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষণা করা হয়ে থাকে, তা হলেও বলতে হয় ঐদিনই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যেদিন বিজেপি দলটি নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষণা করেছিল। অনেকে হয়তো বলবেন আদবাণীজিকেও প্রার্থী করলে ফল একই হত। না, কখনোই হতো না। কখনও কখনও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠানের উপরে অবস্থান করে। মোদীজিও নির্বাচনের পূর্বে তেমনি অবস্থান করছিলেন, একথা মানতেই হয়।

নরেন্দ্র মোদীর অতীত ঘাটলে দেখা যায়, একজন সুদক্ষ প্রশাসক। গুজরাট নামক ২৬টি লোকসভা আসন বিশিষ্ট একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরূপে সুদক্ষ শাসক হওয়ার কারণে রাজ্যটিকে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের শীর্ষে অবস্থান করাতে সমর্থ হয়েছেন। তা সত্ত্বেও নিজের নামের পার্শ্বে একটু কালি লেগে আছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে তিনি গুজরাট রাজ্যে দাঙ্গাকারী, মুসলমান হত্যাকারী (সিট যদিও সবসময় ক্লিনচিট্ দিয়েছে)। আর এইরূপ একজন গড়পড়তা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে দিল্লী জয় করা সম্ভব হল কিরূপে? আমার মনে হয় মুসলমান নিধনকারী এবং ভয়ঙ্কর হিন্দু সাম্প্রদায়িক তকমা পাওয়াটাই মোদীজির সাফল্যের কারণ।

একটু বিশ্লেষণাত্মক ভাবে দেখলে এর কারণটি কিন্তু বেশ গভীরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে মুসলমানদের জন্য ব্যক্তিগত আইন, সর্বক্ষেত্রে নির্লজ্জ তোষণ, মুসলমান প্রধান এলাকায় হিন্দু নির্যাতন, প্রভৃতিতে হিন্দুগণ ভাঁড় সেক্যুলারদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। প্রমাণস্বরূপ সহজেই দেখান যায় কাশ্মীরি পণ্ডিতগণ দিল্লীতে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করলেও সেক্যুলারদের মুখে 'রা' শব্দটিও থাকে না। গোধরায় ট্রেনের কামরায় ঘুমন্ত করসেবকদের পুড়িয়ে মারলেও এদের চোখে পড়ে না। গুজরাট দাঙ্গায় যথেষ্ট হিন্দু নিহত হলেও সেকথা বলে না, শুধুই মুসলমানরা অত্যাচরিত বলে অঝোরে কাঁদতে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকে পালা করে বছরের পর বছর গুজরাটের আমেদাবাদ ও গান্ধীনগরে দাঙ্গা ঘটেই চলেছিল, আর প্রতিবারই দুর্দশা ভোগ করত হিন্দুগণ। সেক্যুলারদের এতে কোন হেলদোল ছিল না। মুসলমানরা এইরূপ করতে করতে এতটাই সাহস প্রাপ্ত হয়েছিল যে রেলগাড়ি ভর্তি করসেবকদের পুড়িয়ে মারতে এদের হাত কাঁপেনি। কিন্তু বাদসাধল অন্যত্র। গুজরাটের ক্ষমতায় তখন সেক্যুলার কেউ নয়। শক্তধাতের মানুষ নরেন্দ্র মোদী তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের এমন শিক্ষা দিলেন যে ২০০২ সালের পর গুজরাটে মুসলমানগণ আর দাঙ্গা করার মত সাহস দেখাতে পারেনি।

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ ও আগমনের পর থেকে শুধুই মুসলিম কর্তৃক হিন্দু অত্যাচারের কাহিনী। স্বাধীনতার প্রাক্কালেও হিন্দু অত্যাচারের মধ্য দিয়েই দেশকে খণ্ড করে স্বাধীনতা পাওয়া গেল। সেক্যুলারদের এতেও হুঁশ হলো না। বর্তমানে দেশ একটা ভয়ঙ্কর মৌলবাদী মুসলিম সন্ত্রাসের হুমকির সম্মুখীন। এই অবস্থাতেও সেক্যুলারগণ তাদের কোরাস গেয়ে চলেছে। বর্তমান প্রজন্মের মানুষ সেক্যুলারদের এইরূপ ভণ্ডামোকে ভাল চোখে দেখে না। তারা ভেবেছে হাজার বছর ধরে মুসলমান অত্যাচার সহ্য করে থাকতে হয়েছে, এই প্রথম মোদীজিই ওদের শাসন করতে পেরেছেন,

শেষাংশ ৭ পাতায়

১ম পাতার শেষাংশ

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ বর্ষ

অঞ্চলটি ৫০০ বছর আগে বাগদী রাজার অধীন (বর্গক্ষত্রিয়) বালিয়া বাসন্তী রাজ্য ছিল। অঞ্চলটি ফুরফুরা শরিফের কাছে হওয়ায় সকাল থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। এসডিপিও নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে যান। হুগলী জেলার এসপি কার্যক্রম নিয়ে সংহতি সভাপতির সঙ্গে কথা বলেন। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক সমীর গুহরায় এবং স্বামী শিবেন্দ্রানন্দ মহারাজ যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হন। বেলা ১১টার সময় যজ্ঞ শুরু হয়। তপন ঘোষের উপস্থিতিতে স্বামী শিবেন্দ্রানন্দ মহারাজ যজ্ঞের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। যজ্ঞস্থলে প্রায় ১৫০ জন পুরুষ-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলেই যজ্ঞের হোমাগ্নিতে আহুতি দেন। যজ্ঞ শেষে তপন ঘোষ সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে বালিয়া বাসন্তীর বাগদি রাজার বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরেন। বিদেশী মোঘলরাও তাদেরকে কোনদিন যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন নি, এমনই দাপট ছিল বাগদি রাজার। এরা যে সেই বর্গক্ষত্রিয়-র উত্তরাধিকারী তাও তিনি জানান। স্বামী শিবেন্দ্রানন্দ তার ভাষণে হিন্দু সমাজের ঐক্যর কথা বারবার বলেন। আজ আবার বাংলার বুকে সংকটের সময় এসেছে। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের ঐকান্তিক মিলনের মধ্য দিয়ে এর মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে বাঙালি হিন্দুর বিনাশ কেউ আটকাতে পারবে না বলে তিনি জানান।

চিত্তরঞ্জন দে, মুকুন্দ কোলে, আশীষ মান্না ও দীপঙ্কর ধাড়ার নিরলস পরিশ্রমে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে গ্রামবাসীদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন জাঙ্গিপাড়ার ওসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

জয়নগরে হিন্দু গ্যাস ডিলারের দোকানে লক্ষাধিক টাকা লুট

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার তুলসিঘাটা মোড়ে এক হিন্দু গ্যাস ডিলারের দোকান থেকে লক্ষাধিক টাকা লুট করল একদল মুসলিম দুস্কৃতি। ১লা জুন সোমবার দুপুর পৌনে দু'টো নাগাদ একদল দুস্কৃতি রাধারমণ হালদারের গ্যাস এজেন্সির দোকানে বন্দুক এবং ভোজালি নিয়ে ঢুকেপড়ে। তারা রাধারমণ বাবুর দাদা এবং কর্মচারিদের মারধর করে ক্যাশবাক্স থেকে এক লক্ষেরও বেশি টাকা লুট করে পালিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষরা মনে করছেন যে জয়নগর থানার ওসির অবহেলাতেই এই ডাকাতি ঘটল। কারণ আগের দিন রাত্রি থেকেই এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিল। ওই দিন রাতে দুস্কৃতিরা ব্যাপক বোমাবাজি করে। বোমাবাজিতে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির একটি লরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘটনায় হিন্দু সংহতিকে জড়ানোর চেষ্টা করে পুলিশ। সোমবার সকালে জয়নগরের সিআই এবং ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হিন্দু সংহতির কর্মী দীপঙ্কর হালদারের রানাঘাটার গ্রামের (মথুরাপুর থানা) বাড়িতে চড়াও হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে হুমকি দিয়ে বলা হয়, এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করলে ফল ভাল হবে না। পুলিশ চলে যাওয়ার পরেই রানাঘাটার নাপতের মোড়ে বড় সংখ্যায় জমায়েত করে মুসলিমরা। তার পর দুপুরেই এই লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এর ফলে স্থানীয় হিন্দুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে বিষয়টি যদি পুলিশের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয় তা হলে এলাকায় উত্তেজনা থাকা সত্বেও কেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন না জয়নগর থানার বড়বাবু। প্রকৃত ঘটনা হল, জয়নগর থানার অন্তর্গত তুলসিঘাটা, নিমপীঠ এলাকার পার্শ্ববর্তী লালপুর অঞ্চল মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। দীর্ঘদিন ধরেই এই লালপুর অঞ্চল কুখ্যাত ডাকাতদের ডেরা। এই সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে জয়নগর ও মথুরাপুর দু'টি থানারই হিন্দুরা নিপীড়িত। মহিলাদের সম্মান বিপন্ন। আজ সামান্য হলেও রানাঘাটা, তুলসিঘাটার হিন্দু যুবকরা কিছুটা সংঘবদ্ধ হয়েছে। হিন্দু সংহতির সহযোগিতা এরা পেয়েছে। হিন্দু যুবকদের এই মাথা তুলে দাঁড়ানো অনেকেরই হজম হচ্ছে না। কিন্তু এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অনেক গ্রামেই ঘটছে।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ সৈফুদ্দিন লস্কর ওরফে মোজো নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

ইসলামি দেশগুলিতে বিধর্মীদের (কাফেরদের) প্রতি পক্ষপাতিত্ব, এটা সর্বজনবিদিত যে মুসলমানরা পৃথিবীর সর্বত্র তাদের মসজিদ, কবরখানা, মাজার, ঈদগা ইত্যাদি তৈরি করে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু তাদের দেশে অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির, পেগোডা, গুরুদ্বারা, গির্জা তৈরি করতে দেয় না। সৌদি আরবে একটাও অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার স্থান নেই। বর্তমান যুগেও তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার না করেও সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ধর্মাচরণের ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে তারা পশু জবাই করার স্বাধীনতা ভোগ করে কিন্তু তাদের দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের এক কোপে পশুবলির অনুমতি দেয় না। সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ধর্মীয় বিদ্যালয় যথা—মাদ্রাসা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (ভারতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লিতে জামিয়া মিলিয়া, ইউপিতে দেওবন্দ ইত্যাদি) স্থাপনের স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা দেবে কি মক্কা অথবা মদিনায় একটা সংস্কৃত টোল খুলতে? মুসলমান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা সমগ্র পৃথিবীতে ছুটি ভোগ করে। কিন্তু তাদের দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসবে ছুটি দেয় না। পৃথিবীব্যাপী তারা মহরমের মিছিল বার করে, কিন্তু মক্কাশরীফে দেবে কি একটি জন্মাষ্টমীর মিছিল করতে? কোন মুসলমান দেশে তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রপ্রধান মন্ত্রী বা উচ্চপদাধিকারী হতে দেয় না, অথচ সর্বত্র মুসলমানরা নানা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতে ৮৭ শতাংশ হিন্দুর বাসস্থান হলেও কয়েকজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি এবং প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। সৌদি আরবে কোন অমুসলমানকে কোন রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে বসতে দেবে কি? সমগ্র পৃথিবীতে তারা গরু জবাই এবং গোমাংস ভক্ষণ করছে। সৌদি আরবে দেবে কি শুয়োর কাটতে এবং তার মাংস ভক্ষণ করতে? সৌদি আরবের মক্কা মদিনা শহরের ৩৫ মাইলের মধ্যে বিধর্মী কাফেরদের প্রবেশ নিষেধ। পক্ষান্তরে হিন্দুদের তীর্থস্থান, কাশী, তিরুপতি, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ইত্যাদি শহরে মুসলমানদের অবাধ বিচরণ। ভারতে জুম্মাবারে তারা রাস্তা অবরোধ করে নামাজ পড়ে হিন্দুরা তার কোন প্রতিবাদ করে না। সৌদি আরবে দেবে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের রাস্তা বন্ধ করে প্রার্থনা করতে? যত মত তত পথ-এর প্রবক্তা আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্র তাদের শাখা আছে, কিন্তু কোন মুসলিম দেশে তাদের কোন শাখা নেই। সৌদি আরবের বন্দরগুলিতে জাহাজ গেলে তার আগেই নাবিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয় তাদের উপাস্য দেবতার ফটো অথবা মূর্তি (যথা বিষ্ণু, শিবলিঙ্গ বা দেবদেবীর ফটো) যেন বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়, জাহাজ পরিদর্শনে এসে স্থানীয় পুলিশ যদি ঐসব দেখতে পায় তবে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। জনৈক নাবিকের নিকট শুনেছি খৃষ্টান হওয়ার ফলে তার হাতে ক্রস চিহ্ন খোদাই করা ছিল। তিনি হাফশার্ট পরে জাহাজ থেকে নামার ফলে তাকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায়। তারপর সে দেশের রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপে ছাড়া পায় এবং লিখিত অঙ্গীকার দিতে হয় আর কোনদিন জাহাজ থেকে সেই দেশের মাটিতে নামবেন না। সৌদি আরবের আকাশসীমায় প্রবেশের আগে বিমানের ঘোষিকারা জানিয়ে দেয় এবার তারা সৌদি আকাশ সীমায় প্রবেশ করছে মহিলারা যাতে বোরখা জাতীয় ইসলামি পোশাক পরে নেয়, তখন তারা শৌচাগারে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে আসে। আমাদের দেশে অনেক ধর্মনিরপেক্ষ মহিলা নেত্রী আছেন তাদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি একবার স্বধর্মীয় পোশাক পরে মক্কা মদিনা ঘুরে আসতে পারলে আমি তাদের পরিত্যক্ত কাপড় কেচে দিয়ে আসবো।

সৌদি আরবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মুসলমান কর্মীর পরিবার পাবে এক লক্ষ রিয়াল। খৃষ্টান শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবার পাবে ৫০ হাজার রিয়াল, কিন্তু মূর্তিপূজক কাফের-এর মৃত্যু হলে তার পরিবার পাবে ৬৬৬৬ রিয়াল। কাজ করতে গিয়ে এমন অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি হিন্দু যুবক সেখানে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এইসব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে গিয়াসুদ্দিন-এর লেখা 'প্রসঙ্গ ঃ মুসলমান সমাজে সংস্কার' বইটা পড়ে দেখতে পারেন। প্রাপ্তিস্থান বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা-৭৩, মূল্য ২০ টাকা।

এবার আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক গৌতম রায়ের লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি যা প্রকাশিত হয়েছে ৯-১২-২০০৯ তারিখে।

''ইউরোপে বসবাসকারী মুসলিমদের জনসংখ্যার চাপে সেখানকার আদিবাসীরা শঙ্কিত। সৌদি আরব কি অমুসলিমদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা শিরোধার্য করে? সে দেশে কি বাইবেল সঙ্গে নিয়ে কোনও খৃষ্টান পা রাখতে পারেন? একটাও কি গির্জা রয়েছে ওই বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তরে? ক্যাথলিক চার্চের ঘাঁটি রোমে কিন্তু একাধিক মসজিদ রয়েছে। মক্কার প্রাচীন গির্জাগুলো কোথায় গেল? প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবেও কি সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংসকারী তালিবানদের বর্বরতার কথা নাইবা বলা গেল। মক্কা বা মদিনায় অমুসলিম কেউ নিজের ধর্ম অবাধে আচরণ করতে পারবে? সৌদি শেখদের অকৃপণ তহবিল নিয়ে ভারতের মতো অ-ইসলামিকে রাষ্ট্রে নিয়মিত গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, নিত্য সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে পেট্রোডলার। বিনিময়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে কি সৌদি আরবের মক্কা, জেড্ডা কিংবা রিয়াদে একটা রামমন্দির বানাতে দেবে? অথবা ইস্কনের একটা কৃষ্ণমন্দির? ইন্দোনেশিয়ায় কি অবস্থা সেখানকার আহমেদিয়াদের? সুন্নিরা কি ঐ মুসলমানদের কোন মসজিদ গড়তে দেবে? পাকিস্তান কি শিয়াদের, আহমেদিয়াদের স্বধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেয়? কিংবা খৃষ্টানদের? ইরাকে সুন্নিরা কেন বেছে বেছে শিয়া মসজিদ ও ধর্মীয় সমাবেশগুলিতে হামলা চালায়?''

নাবালিকা অপরহণ, অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার আশঙ্কা

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের পলি ভৌমিক (১৭) (পিতা রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক) নামক এক নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়েছে। নাবালিকার পিতা রায়গঞ্জ থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন (জিডি নং-৪২৬/১৫)। তার ধারণা অপহরণকারী তার কন্যাকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিতে পারে।

অপহরণের ঘটনায় সন্দেহের তীর আলম আলী (পিতা সমরত আলী) নামক এক যুবকের দিকে। কারণ ঘটনার পর থেকে সেও নিখোঁজ। রবীন্দ্রনাথবাবুর অভিযোগ, প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে (লাভ জেহাদ) আলম আলী তার মেয়েকে অপহরণ করেছে। ঘটনার পর পরই থানায় অভিযোগ করা হলেও পুলিশ থেকে তেমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অসহায় রবীন্দ্রনাথ বাবু এরপর রায়গঞ্জে হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী শঙ্কু বর্মনের সঙ্গে দেখা করেন। শঙ্কু রবীন্দ্রনাথ বাবুকে নিয়ে আলম আলীর বাড়ি যায়। ঘটনাচক্রে জানতে পারা যায়, আলমের কাকা ফারুক জানেন আলম ও পলি কোথায় আছে। সেই সঙ্গে জানা যায় রায়গঞ্জে একটি নারীপাচার চক্রের কথাও। এতেই আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ বাবু। শঙ্কু রবীন্দ্রনাথবাবুকে নিয়ে রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে আলমের কাকা ফারুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করলেই সব জানা যাবে বলে জানায়। পুলিশ তাদেরকে আশ্বাস দিলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পলিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সংসদে গীতা হাতে শপথ নিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাংসদ

অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দারা এই প্রথম এমন একটি বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল। এর আগে কেউ সেখানে গীতা হাতে শপথ নেননি। এই প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেনিয়েল মুখী, যিনি নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর সংসদে গীতায় হাত রেখে শপথ নিলেন । ৩২ বছরের মুখীকে নিউ সাউথ ওয়েলসের উচ্চ কক্ষে স্টিভের স্থলাভিষিক্ত করেছে তাঁর দল লেবার পার্টি। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে মুখীই প্রথম এই সম্মান পেলেন। শপথ গ্রহণের পর মুখী জানিয়েছেন, এটা তাঁর কাছে খুবই সম্মানের বিষয়। তাঁর খুশির আরও বড় কারণ অস্ট্রেলিয়ায় তিনিই প্রথম নেতা যিনি গীতায় হাত রেখে শপথ নিয়েছেন।

বাংলাদেশের যশোরে ধর্ষিতা গৃহবধূর আত্মহত্যা

বাংলাদেশের যশোর জেলার চৌগাছায় এক গৃহবধূকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ধর্ষণ করে মোবাইলে ভিডিও করে রাখে প্রতারক ধর্ষক। ধর্ষণের ওই দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা জানাজানি হলে লজ্জা আর অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন ধর্ষনের শিকার ওই গৃহবধূ।

সূত্র থেকে জানা যায়, চৌগাছা পৌর এলাকার মাছ বাজারে ঋষি পাড়ার বাসিন্দা রাজন কুমার (২৫)। বাজারে কুলির কাজ করে মূলত তাঁর জীবিকা চলে। তাঁর স্ত্রী ববিতা রানি (২০) স্থানীয় কুটি পাড়া মডেল প্রাইমারি স্কুলে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করেন। তাদের একটি চার বছরের সন্তান আছে।

এলাকাবাসী জানায়, গরিব অসহায় ওই গৃহবধূর পিছু নেয় কারিগর পাড়ার বাসিন্দা জামাত আলির ছেলে রানা (২৫)। সে বিভিন্ন সময় ববিতাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়। শেষে নানা প্রলোভন দেখিয়ে. ববিতার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সম্প্রতি রানা ও ববিতা প্রাইমারি স্কুলের একটি পরিত্যক্ত ঘরে দৈহিক সম্পর্কে মিলিত হয় এবং সুচতুর রানা তা মোবাইলে ভিডিও করে রাখে। পরে সেই ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক প্রচার হলে লজ্জা ও অপমানে ববিতা রানি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার খবর প্রচার হতেই রানা এলাকা ছেড়ে পালায়। তার মোবাইলও বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। তারা অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে। কিন্তু পুলিসি তদন্তের গতি যে দিকে তাতে মনে হয় না অপরাধী কোনও শাস্তি পাবে। কারণ নির্যাতিতা সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

আগামী পাঁচ বছরে পৃথিবী জুড়ে শুধু ইসলাম !

ইসলামের দিগন্তে নতুন নক্ষত্র আইএসআইএস ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। ইরাক ও সিরিয়ার অনেকটা অংশে আধিপত্য বিস্তার করে এই আইএসআইএসের সুন্নী জেহাদিরা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে। মধ্যযুগের খলিফা তন্ত্রকে আবার ফিরিয়ে আনতে আইএসআইএস প্রধান আবু বকর আল-বাগদাদীকে খলিফা নিযুক্ত করে তাঁকে সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজের নেতা হিসাবে ঘোষণা করেছে জেহাদিরা। তাদের দাবি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী খলিফার শাসনাধীনে আসবে।

৬ পাতার শেষাংশ

হিন্দু জাগরণ অনিবার্য

প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন। এই মানুষটির হাতে দেশ শাসনের ভার পড়লে দেশটাকে বাঁচাতে পারবেন, তাই ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণ দু'হাত তুলে সমর্থন জানিয়ে ভোট প্রধান করেছেন এবং মোদীজিকে সেক্যুলারদের মৌরসীপাট্টা ভাঙতে সাহায্য করেছে। আর তাই মোদীজি সফল। মোদীজির মধ্যেই হিন্দুরা প্রতিশোধের প্রতীক দেখতে পেয়েছে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন শুধুই মোদীজির জয় ও সেক্যুলারদের মৌরসীপাট্টা ভাঙার নিদর্শন হয়ে থাকবে না। এই নির্বাচনের ফল হবে সুদূরপ্রসারী। রামমন্দির আন্দোলনের বাবরি মসজিদ ভাঙাটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। এই প্রথম হিন্দু সমাজ কিছুটা হলেও এক হতে পেরেছিল। যার পরিণাম হল অদ্যকার দিনের ভারতবর্ষ। ঠিকভাবেই রামন্দির আন্দোলন হিন্দুদের মনে ঐক্যের বীজ পুঁতে দিয়ে পেরেছিল, যার ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী, ভারতবর্ষে হিন্দুত্ব ফিরে এসেছে। আর ২০১৪ সালের নির্বাচন ফিরিয়ে দিয়েছে হিন্দুর আত্মবিশ্বাস। একথা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই ভারতবর্ষে সেক্যুলাররা একটা ধারণা চালু করেছিল যে মুসলমানরা যাদের ভোট দেবে তারাই ক্ষমতায় বসবে। আটাত্তর শতাংশ হিন্দু ভোটকে কোন পাত্তাই দেওয়া হত না। হিন্দুরা বুঝতে পেরেছে এতদিন তাদের ভুল বোঝানো হয়েছে। তারা অর্থাৎ হিন্দুরা বুঝেছে নির্ণায়ক শক্তি তারাই। মুসলমানরা নয়। আর, হ্যাঁ! এই বোঝা আর আত্মবিশ্বাস-এর ফলে হবে সুদূরপ্রসারী, হিন্দু জাগরণ অদূর ভবিষ্যতে অনিবার্য।

২১৭ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করলো আই.এস. জঙ্গিরা

মানব ইতিহাসে বর্বরতার চূড়ান্ত নিদর্শন ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করেছে আই এস জঙ্গিরা। কয়েক হাজার মানুষের মাথা তারা ইতিমধ্যে কেটেছে, নারী ও শিশু হত্যা করেছে নির্বিচারে। বিধর্মী নারীদের ধর্ষণ করার পর ক্রীতদাসী করে বাজারে বিক্রি, প্রাচীন ঐতিহাসিক শহরগুলো নির্বিচারে ধ্বংসের ছবি ইলেট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে আকছার দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি ঐতিহাসিক সৌধশহর পালমাইরায়ে গণহত্যা চালালো জঙ্গিরা। সিরিয়ার একটি মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা সোমবার (২৫/৫) জানিয়েছে, গত নয়দিনে পালমাইরায় ২১৭ জনকে হত্যা করেছে পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট বা আই এস। মানবাধিকার সংস্থাটির দাবী, সিরিয়ার হোমস্ প্রদেশে গতকাল পর্যন্ত ৬৭ জন সাধারণ মানুষ ও ১৫০ জন সেনাকে খুন করা হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে ১৪ জন শিশু ও ১৫ জন মহিলা আছে। আশ্চর্যরকমভাবে নারী ও শিশুদের হত্যা করার সময় একটু বেশিরকম নির্মম ছিল আই এস জঙ্গিরা। সারা বিশ্বে এই ঘটনা অত্যন্ত জঘন্য ও নারকীয় বলে ধিক্কৃত হয়েছে। এ নিয়ে সারা বিশ্বে শোরগোল পড়ে গেছে।

ভিন্ন ধর্মে বিয়ে ঃ আদালতে দাঁড়িয়ে মেয়েকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলল বাবা

ভালোবেসে বিয়ে করেছিল ওরা। ওরা মানে কাকদ্বীপের প্রত্যন্ত গ্রাম শ্রীনগরের তপন মাঝি আর রামতনু নগরের সাজিদা খাতুন। কিন্তু বাধ সাধলো ধর্ম। সাজিদার বাবা মইনুদ্দিন কিছুতেই ভিন্ন ধর্মে তার মেয়ের বিয়েকে মেনে নিতে রাজি নন। প্রভাবশালী মইনুদ্দিন ও তার লোকজন ক্রমাগত তপন-সাজিদাকে চাপ ও হুমকি দিতে থাকে। সমাজের রক্তচক্ষুর সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত নবদম্পতি তিন সপ্তাহ বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়। কারণ বিয়ে হয়ে গিয়েছে জেনেও মেয়ের বাড়ির লোকেরা ছেলে ও তার পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় হারউড পয়েন্ট থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। অবশেষে সাজিদা শুক্রবার (২৯ মে ২০১৫) কাকদ্বীপ এসিজেএম আদালতের দ্বারস্থ হন। তিনি গোপন জবানবন্দীতে বিচারককে সব কথা খোলাখুলি ভাবে বলেন। বিচারক সাজিদাকে তার স্বামীর কাছে থাকার নির্দেশ দেন। ওই দম্পতির জন্য যথার্থ পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে বলেও আদালত নির্দেশ দেয়। তারপরেও মেয়ের বাড়ি থেকে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে বিয়ে ভাঙার চেষ্টা চলছে।

এলাকায় তপন সৎ ও পরিশ্রমী বলে পরিচিত। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তপনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সাজিদার। তপনের বয়স ২৭ ও সাজিদার বয়স ২১। মাধ্যমিকে ফেল করার পর উভয়েরই আর পড়াশোনা করে ওঠা হয়নি। এরপরই প্রাপ্তবয়স্ক দুটি মানুষ পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু বাধ সাধে ধর্ম। তপনের একমাত্র দোষ সে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। সাজিদার বাবা মইনুদ্দিন কিছুতেই এই বিবাহ মেনে নিতে রাজি নয়। বিয়ের পর থেকেই তপন ও তার পরিবারকে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে সাজিদার পরিবার। তারপর থেকেই আতঙ্কে আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তপন ও সাজিদা। একসময়ে প্রাণনাশের আশঙ্কায় তপনকে নিয়ে মুম্বইতে পালিয়ে যায় সাজিদা। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি তার পরিবার। মুম্বইতেও তারা ধাওয়া করে তপন-সাজিদাকে। প্রাণ বাঁচাতে তারা কলকাতায় ফিরে এসে শেষমেশ আদালতের দ্বারস্থ হন। দম্পতির আইনজীবী জানান, বিচারক দম্পতিকে একসঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মইনুদ্দিন বলেন, এই বিয়ে তিনি মানেন না। মেয়ে তার ধর্মকে ছোট করেছে, আল্লা ওকে শাস্তি দেবে। তাই আদালতের রায়ের পরও তপন-সাজিদা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

কাশ্মীরি মুসলমানরা বাধ্য হয়ে ভারতীয় পরিচয় দেন!

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও সেখানে বসবাসকারী মুসলিমরা নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করে না। খাতায়-কলমে তাদের যে ভারতীয় পরিচয় বহন করতে হয় তা একমাত্র বাধ্য হয়েই। একথা ফের পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি।

৮৮ বছরের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৌদি আরবে তাঁর অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাওয়ার জন্য পাসপোর্টের আবেদন করেছিলেন। পাসপোর্টের আবেদনপত্রে প্রথমে গিলানি জাতীয়তা সংক্রান্ত জায়গাটি ফাঁকাই রেখেছিলেন। কারণ হিসাবে তিনি দেশভাগের আগে জন্মানোর যুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে যথারীতি তাঁর পাসপোর্ট আটকে যায়। জম্মু-কাশ্মীর সরকারের শরিক দল বিজেপিও তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়ার বিরোধিতা করে। বিজেপির দাবি ছিল, গিলানি নিজেকে ভারতীয় হিসাবে পরিচয় দিলে এবং তাঁর ভারত বিরোধী মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলে তবেই তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু বিজেপি শরিক পিডিপি-র বক্তব্য ছিল অন্যরকম। তাঁদের যুক্তি ছিল, মানবিকতার কারণে গিলানিকে পাসপোর্ট দেওয়া যেতে পারে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার মত ছিল, এই নিয়ে হইচই করার কিছু নেই কারণ গিলানি আগেও পাসপোর্ট পেয়েছেন।

এই বাদানুবাদের মধ্যেই বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, গিলানি অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। ২২শে মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, গিলানির বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। গত ৫ জুন শ্রীনগরে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেন। কিন্তু মেয়েকে দেখতে যাওয়ার জন্য তিনি যে বাধ্য হয়েই এটা করলেন তাও জানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, 'এটা আমার পক্ষে বাধ্যবাধকতার সামিল। জন্মসূত্রে আমি ভারতীয় নই।' গিলানির এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে হুরিয়ত মুখপাত্র আয়াজ আকবর জানিয়েছেন, 'কাশ্মীরি নাগরিকরা তো সত্যিই একরকম বাধ্য হয়েই ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে যাতায়াত করেন, এটা ছাড়া তো তাঁরা হজ করতেও যেতে পারেন না। গিলানির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।'

অধ্যাপিকাকে ধর্ষণের হুমকি তৃণমূল ছাত্রপরিষদ নেতার

অধ্যাপিকাকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাজমূল হক-এর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার সামসি কলেজে। ঘটনার দিন দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। ছাত্ররা সকলেই হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের। পরীক্ষায় নকল করতে দিতে হবে এই দাবি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছিল সামসি কলেজের ছাত্রনেতা তাজমূল হক। কোনও অনুমতি না নিয়েই তাজমূল ক্লাসে ঢুকে পড়ে এবং পরীক্ষার্থীদের নকল করার নির্দেশ দেয়। উপস্থিত সকলের অভিযোগ তাজমূল মদ্যপ অবস্থায় ছিল। পরীক্ষক অধ্যাপিকা দেবমিত্রা রায় তাকে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এর পরই ক্ষিপ্ত তাজমূল সকলের সামনে ওই অধ্যাপিকাকে ধর্ষণ করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। রতুয়া থানার পুলিশ কলেজে এলেও তাজমূলকে ধরা সম্ভব হয়নি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে তারা কখনই সমর্থন করে না। তাজমূলকে দল বহিস্কার করার পরেই পুলিস তাকে গ্রেফতার করে।

নদীয়ার সোনডাঙা মিনি পাকিস্তান

নিজ ভূমিতেও মুসলিমদের অত্যাচারে পুলিসি প্রহরায় পুজো করতে বাধ্য হচ্ছে হিন্দুরা। আর তাঁদের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে মুসলিমদের হাতে আক্রান্ত, গুরুতর আহত পুলিস। নদিয়ার সোনডাঙার ওই ঘটনায় ডেপুটি পুলিস সুপার সহ ৯ পুলিসকর্মী আহত হয়েছেন।

কৃষ্ণনগর থেকে মায়াপুর যাওয়ার পথে ধুবুলিয়া থানার সোনডাঙা মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সেখানে হিন্দু মুচি সম্প্রদায়ের ১৫টি পরিবারের বাস। বংশপরম্পরায় সেখানে তাঁরা মনসা পুজো করে আসছেন। এবারও ২৮ শে মে দশহরার দিন ছিল সেই পুজো। এবারের পুজোতে প্রথম থেকেই স্থানীয় মুসলিমরা আপত্তি জানিয়ে আসছিল। পুজো করতে বদ্ধপরিকর হিন্দুরা পুলিশের শরণাপন্ন হয়। সেইমত পুলিসি নিরাপত্তায় পুজো শুরু হয়। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যা করে থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হতে দেয়নি মুসলিমরা। হিন্দুদের মনসা পুজো পণ্ড করতে তারা লাঠিসোঁটা এবং ইটপাটকেল নিয়ে পুলিসকে আক্রমণ করে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ডেপুটি পুলিস সুপার (ডি এন্ড টি) মহঃ আজিম। তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ইঁট ছুড়লেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মুখে লেগে গুরুতরভাবে জখম হন তিনি। শুধু ডেপুটি পুলিস সুপারই নন আহত হন আরও ৮ পুলিস কর্মী। এদের মধ্যে রয়েছেন ধুবুলিয়া থানার ওসি পিন্টু সরকার, এসআই বিকাশ হালদার, কনস্টেবল গৌতম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজয় দাস, মুকেশ, রাজকুমার সিংহ, সঞ্জয় দে এবং ডেপুটি পুলিস সুপারের নিরাপত্তারক্ষী বানিয়েল টপ্পো।

এই ঘটনায় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পুলিস একটি এফআইআর দায়ের করেছে। আক্রমণকারি মুসলিমরা যে কতটা উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিল তা পুলিসের করা এফআইআর থেকে পরিস্কার। ওই ঘটনায় ৩৭ জনের নামে এফ আই আর করেছে পুলিস। তাদের মধ্যে ৩ মহিলা সহ ২০ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে ১৭ জন। এছাড়া হামলার ঘটনায় জড়িত আরও ৩০ জনকে খুঁজছে পুলিস। এপর্যন্ত ঠিকঠাক থাকলেও পরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ঘটনায় নতুন সংযোজন হয়। ঘটনার পাঁচ দিন বাদে রাজনৈতিক চাপে চার জন হিন্দুকে গ্রেফতার করে পুলিস। এঁরা হলেন, ঝন্টু দাস, অমল দাস, রমেশ দাস এবং জগন্নাথ গড়াই। অথচ পুলিশের আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে তারা কোনমতেই যুক্ত ছিলেন না। আসলে রাজনৈতিক চাপে পুলিসকে দেখাতে হচ্ছে তারা কোনও ভাবেই মুসলিম বিরোধী নয়। তবে এখানেই শেষ নয়। মুসলিম এবং রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করতে পুলিস একটা অবাক করা কান্ড করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে এক বিশিষ্ট সমাজকর্মী ডাঃ সুনীল পালের নাম, যাঁর পৈতৃক ভিটে ওই গ্রামে হলেও দীর্ঘ দিন ধরে তিনি লন্ডনে বসবাস করছেন।

যে পরিস্থিতিতে ওই ১৫টি মুচি পরিবারকে সোনডাঙা গ্রামে বসবাস করতে হচ্ছে, তাতে আজ হোক বা কাল হোক তাঁরা ওই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেই। আমাদের চোখের সামনে একের পর এক গ্রাম হিন্দুশূন্য হচ্ছে, এবং হতে থাকবে। এই ভাবেই তৈরি হচ্ছে আর একবার পাকিস্তানের পটভূমি।

এভাবে চললে অচিরেই হিন্দুশূন্য হবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। একদিকে দ্রুত কমছে হিন্দুর জনসংখ্যা, অন্যদিকে সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। ফলে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ক্রমশ শূন্যের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু কোথাও কোনরকম জোরালো প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না। এপার বাংলার লোকেরা পদ্মার ইলিশ নিয়ে গলা ফাটায়, কিন্তু ওপার বাংলার হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে আশ্চর্যরকমভাবে নীরব থাকে। রাষ্ট্রসংঘও বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা নিয়ে নীরবতাই পালন করছে।

এখন বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ হিন্দু। ২০১১ সালে জনগণনায় জানা গেছে যে প্রতি দশকে হিন্দুর জনসংখ্যা সেখানে কমছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম। ১৯৭১ সালে ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখা গেছে ১৯৪৭ সাল থেকে সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়লেও হিন্দুর জনসংখ্যা কমতির দিকে।

হিন্দুদের সংখ্যা বাংলাদেশে কমার কারণ কী? সেখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে ধারাবাহিকভাবে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সম্পত্তি লুঠ হচ্ছে, খুন, জখম ও মেয়েদের সম্মানহানি চলছে নির্বিচারে। একইসঙ্গে ধ্বংস করা হচ্ছে বৌদ্ধমঠ। দেশে ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হিন্দুদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। জোর করে হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ধর্মান্তরকরণ করা হচ্ছে। তাই ধন প্রাণ ও মান রক্ষা করতে হিন্দুরা জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। উগ্র মৌলবাদী মুসলিমরা এভাবে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করতে চাইছে। হিন্দুদের জমি-জায়গাকে শত্রুর সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হচ্ছে এবং গণিমতের মাল বলে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে ২০ লক্ষ একর জমি গ্রাস করে নিয়েছে। সরকারি মদতেও বহু জায়গায় হিন্দুর জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জমি দখলের পিছনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

বাংলাদেশের হিন্দু ক্রমাগত এই অত্যাচার সহ্য করছে। কখনও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ ভারত এ ব্যাপারে একটুও কঠোর মনোভাব বা পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে রাজনৈতিক দলগুলো মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের এই অবিমৃশ্যকারী মনোভাব সত্যিই অবাক করার মতো।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686